আট-আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থ

বেগম সমরু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ—১৩২৪

যাঁহাকে ইতিহাসক্ষেত্রে গুরুরূপে পাইয়াছি—

আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয়

পাটনা কলেজের অধ্যাপক, ইতিহাসাচার্য্য

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

এম-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের

করকমলে

এই পুস্তকখানি

উপহার

দিয়া চরিতার্থ হইলাম

—

নিবেদন

বেগম সমরুর জীবনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। যিনি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল শান্তিতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন-কাহিনী যে লিপি-বদ্ধ হইবার যোগ্য, একথা বোধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার চরিত-কথা এরূপ রহস্য-কুহেলীকায় সমাচ্ছন্ন যে, তাহা হইতে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে;—নানা লেখক তাঁহাকে নানারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা বিবিধ গ্রন্থের সাহায্যে বেগমের ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের উপর আলোকপাত করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তকখানি সাধারণের সুখপাঠ্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

বেগমের মুন্‌শী লালা গোকুলচাঁদ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী ভাষায় পদ্যে বেগমের একখানি জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন; ইহা অদ্যাপি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে (*B. M. Cat. of Persian Mss.*, ii, *724a*, Add.

25830) রক্ষিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—'মুন্‌শী জয়সিং রায়-রচিত গদ্যে লিখিত বেগমের একখানি জীবনচরিত ছিল; তাহা হারাইয়া যাওয়ায় এই পুস্তক রচনার আবশ্যক হইয়াছে।' আমরা Rotary Process-এর সাহায্যে গোকুলচাঁদের পুস্তকখানির কিয়দংশের প্রতিলিপি আনাইয়াছি; কিন্তু শেষ অংশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিবার সুবিধা হইবে না। কর্ণেল জন্ (পরে সার জন্) মারেকে কলিকাতায় বেগম সমরু একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহারও আমরা সন্ধান পাইয়াছি [See *B. M. Cat. of Persian Mss.*, i, 410*a*, Add. 19502].

ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে বেগমের জীবনের কিছু কিছু ইতিহাস রহিয়াছে। বেগমের রাজত্বকালে ভারতে মহারাষ্ট্র-রাজশক্তি প্রবল ছিল; সুতরাং মারাঠী ভাষাতেও এ সম্বন্ধে কোন কোন তথ্য পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। যদি কখনও, 'বেগম সমরু'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, তবে সেই সমস্ত উপাদান তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমার অগ্রজপ্রতিম স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানির 'পরিচয়' লিখিয়া দিয়া, ইহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমার গুরুস্থানীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম্-এ মহাশয় তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, এই পুস্তকের বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নানা গ্রন্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট অশেষ ঋণী।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহার আগ্রহ ব্যতীত এত শীঘ্র 'বেগম সমরু' প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

৪৮।২।২, বলরাম দের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩২৪।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

বহুদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সোদরোপম শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন তাঁহার 'সিরাজ-উদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিমে'র ইতিহাস লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমারও ঐ সময়ের ইতিহাস পড়িবার বাসনা হইয়াছিল ; এবং শ্রীমান্ অক্ষয়ের সহিত আমিও ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলের ঘটনা সকল পড়িতে আরম্ভ করি। সেই সময় পাটনার হত্যাকাণ্ডের বিবরণে সমরুর নাম পাঠ করি, এবং তদুপলক্ষে বেগম সমরুর ইতিহাসও খানিকটা পাঠ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। তাহার পর, আমার যেমন স্বভাব, আমি সে পথ ত্যাগ করি ; কিন্তু তখন হইতেই অনেক ইতিহাসপ্রিয় লেখককে বেগম সমরুর জীবন-কাহিনী লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। এত কালের মধ্যে আমার সে অনুরোধ কেহই রক্ষা করেন নাই। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন; তাই তাঁহার অনুরোধে আমি তাঁহার এই সুন্দর পুস্তকের বিজ্ঞাপন লিখিতে বসিয়াছি,— আমার যে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার নাই, এ কথাও আমি ষোল আনা স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

আমি শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়াই আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলাম; আমি তাঁহাকে যে দুই চারিটী উপকরণের সন্ধান দিয়াছিলাম, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই আমার অগোচর ছিল। এই ধরুন, *Rambles & Recollections of an Inidan Official* by Major-General Sir. W. H. Sleemanর বই। ঐ বইখানির সন্ধানই আমি পাই নাই; অথচ এই পুস্তকখানিই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। তাহার পর, এই জীবন-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ প্রতিদিন যে সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি আনিয়া আমাকে দেখাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিলাম। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই সমস্ত উপকরণ দেখিয়া বেগম সমরু সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ধারণা করিয়াছিলাম, তাহা আরও বদ্ধমূল হইল। বেগম সমরু সম্বন্ধে শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সমস্তই আমি পাঠ করিয়াছি এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনাও করিয়াছি; সেই জন্যই এই বিজ্ঞাপন লিখিতে সাহসী হইয়াছি।

বেগম সমরুর জন্মের সাল, তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে; শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ, 'আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে' তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এই কথা লিখিয়াছেন।

টমাস্ বেগমের সমসাময়িক ছিলেন; তিনি বেগমের জীবনের ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন যে, 'She is about 45 years of age'; ইহা হইতে আভাষ পাওয়া যাইতেছে যে, ১৭৯৬—৪৫ = অন্যূন ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের জন্ম।

"*Sardhana*" পুস্তিকায় বেগমের জন্মের তারিখ আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ প্রদত্ত হইয়াছে।

বীল্ (Beale) আগ্রায় কর্ম্ম করিতেন, এবং তারিখ-সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন; তাঁহার মতে বেগমের জন্মকাল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ (১২৫১ হিজ্‌রা, শওয়াল)। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মৃত্যুকালে তাঁহার

বয়ঃক্রম ৮৮ চান্দ্র বৎসর, অর্থাৎ অন্যূন ৮৫ সৌর বৎসর ছিল।

বেকন্ (Bacon) বেগমের শেষ বয়সের সমসাময়িক ; তিনি বেগমের জন্মের কোন তারিখ দেন নাই বটে, তবে তাঁহার মতে মৃত্যুকালে বেগমের বয়স ৮৯ বৎসর। বেকন্ এই ৮৯, চান্দ্র কি সৌর বৎসর, তাহা খুলিয়া লেখেন নাই। ইহাকে চান্দ্র বৎসর ধরিলে ১৭৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দই পাওয়া যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বেগমের জন্মকাল—

টমাসের মতে	অন্যূন	১৭৫১ খ্রীঃ
Bacon	”	১৭৫০-৫১ ”
'*Sardhana*' পুস্তকের মতে	”	১৭৫০ ”
Beale সাহেবের মতে ...		১৭৫০ ”

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর হইতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ১১৬৪ হিজ্‌রা বৎসর ; ফলতঃ ১৭৫০ ও ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ একই হিজ্‌রা বৎসর জ্ঞাপন করিতেছে ; সুতরাং Thomas, '*Sardhana*', Beale এবং Bacon একমত।

বেগমের স্মৃতিস্তম্ভে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর উল্লিখিত

আছে। ইহাকেও চান্দ্র বৎসর ধরিলে ১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দই পাওয়া যাইবে ; সুতরাং ইহাও খুব নিকটবর্ত্তী।

Sleeman লিখিয়াছেন, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কালে বেগমের বয়স ৪০ বৎসর ছিল ; অর্থাৎ ১৭৮১—৪০=১৭৪১ খৃষ্টাব্দ। ইহা ঠিক নহে। Atkinson সাহেবের মতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বেগমের জন্ম।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, আমারও মনে হয় যে, বেগম সমরু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বেগমের জন্মের বৎসর বলিতে 'আনুমানিক' শব্দটী ব্যবহার না করিলেও পারিতেন। এই অতি সাবধানতা তাঁহার সত্যনিষ্ঠারই পরিচায়ক।

তাহার পর সার্ধানার বিদ্রোহ ও বেগম সমরুর পীড়নের কথা। এ সম্বন্ধে *Military Memoirs of George Thomas* নামক পুস্তকে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, স্লিম্যানের লিখিত বিবরণের সহিত তাহার অনৈক্য দৃষ্ট হয়, অথচ এই দুইখানি পুস্তকের কোনখানিকেই একেবারে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ দুইটী বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং স্লিম্যানের বিবরণের উপরই অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। আমি তাঁহার

এই বিচার-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যে প্রকার একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসা থাকা প্রয়োজন, এই পুস্তকখানিতে তাহা আছে, এবং সেজন্য শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত ; তাহার অধিক কি প্রাপ্য তাঁহার আছে, পাঠকগণ বিচার করিবেন।

কলিকাতা,
আষাঢ়, ১৩২৪। শ্রীজলধর সেন

চিত্র-সূচি

"সত্য প্রিয় হউক আর অপ্রিয় হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজে বা বন্ধুবর্গের উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব ; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব ;—ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।"

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার।

বৃদ্ধবয়সে বেগম সমরু [পৃষ্ঠা ১

পূর্ব্বভাষ

বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে সময়ের একটী স্মরণীয় কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ হইবে, সে সময়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ-অধিকারভুক্ত হয় নাই। তখন মোগল-অধঃপতন ও ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সন্ধিস্থল—চারিদিকেই বিদ্রোহ, অশান্তি; ঘটনা-পরম্পরা যুগ-পরিবর্ত্তনের সূচনা করিতেছিল; তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উত্থান-পতনের অভিনয় চলিতে-ছিল;—প্রকৃতপক্ষে তখন ভারতবর্ষ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের লীলাক্ষেত্র। এই বিরোধ ও বিপ্লবের যুগে কেমন করিয়া এক নগণ্য আরব-কুমারী অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্বীয় অনন্যসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে ও বাহুবলে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাশাসন ও পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবশেষে জীবন-সন্ধ্যায় সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি অকাতরে সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া

গিয়াছেন, সেই বিস্ময়জনক বিবরণ তাৎকালিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অংশের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। এই অসাধারণ শক্তিশালিনী মহিলা **বেগম সমরু** নামে পরিচিত। এই বেগম সমরুকেই বিবাহ করিবার জন্য একাধিক ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন,—এই বেগম সমরুকেই দিল্লীশ্বর শাহ্ আলম্ 'সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দুহিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন—এই বেগম সমরুকেই এক সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক 'সমাদৃত বন্ধু' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বেগম সমরুর জীবন-কাহিনী ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সত্য-সত্যই উপন্যাস-বর্ণিত চিত্র অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক ;—কল্পনামূলক কাহিনী অপেক্ষাও বিচিত্র! এইজন্যই ঐতিহাসিকপ্রবর কীন্ (H. G. Keene) বলিয়াছেন :—"*Such was the splendid termination of the Slave-girl's career—a romance scarcely to be outdone by the most inventive fiction.*"

বেগম সমরু

প্রথম অধ্যায়

ওয়াল্‌টার রীন্‌হার্ডের ভারতে আগমন ;
মীরকাসিমের সেনাদলে সমরু

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল—এই অনতিদীর্ঘ সময় প্রকৃতই ভারতের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন! ভারতে বাবরের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত এবং আক্‌বরের তীক্ষ্ণ রাজনীতি-কৌশলে দৃঢ়ীকৃত মোগল-সাম্রাজ্য যখন শক্তিহীন—যখন নামে মাত্র পর্য্যবসিত শেষ মোগল-সম্রাট্‌ শাহ্‌ আলম্‌ মহারাষ্ট্র, শিখ, জাঠ প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জে বেষ্টিত হইয়া কোনপ্রকারে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন যিনি একটু শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছিলেন, তিনিই উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া সম্রাটের অধীনতা ছিন্ন করিয়া, ভারতের নানাদিকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ

রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছিলেন। তখন সর্ব্বত্রই রণসজ্জা—সর্ব্বত্রই রণকোলাহল—ভারতবর্ষে তখন অন্তর্বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত। এই সময়ে ইউরোপের নানা-স্থান হইতে বহু লোক ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজগণের সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। একজন ঐতিহাসিক লিখিয়া-ছেন, ইহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, অমিতাচারী ও সমাজের নিম্নস্তরের লোক,—"the very dross of society—men who could neither read, nor write, nor keep themselves sober." তবে ইহাদিগের মধ্যে সদ্বংশজাত, উদার-হৃদয় বীরেরও যে একান্ত অভাব ছিল, এ কথাও বলা যায় না। দে বোয়ান্, জর্জ্জ টমাস্, ডুব্রেনেক্, পেরন্ প্রভৃতি সমরকুশল ব্যক্তিগণ ভারতে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, দেশীয় সমর-বিভাগে প্রতীচ্য-প্রথা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করিতেছিলেন। ভাগ্য-পরীক্ষার্থিদলের সহিত তুলনায় এই সকল পুরুষসিংহের সংখ্যা যে অতি অল্প, তাহা না বলিলেও চলে। ইউরোপীয়দিগের নিকট তখন ভারতবর্ষ রত্নপ্রসূ; সকলেরই ধারণা, কোনপ্রকারে তথায় একবার উপস্থিত হইলেই অত্যল্পকালের মধ্যে প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী হইতে পারা যায়। এ কল্পনা যে অলীক,

তাহাও নহে। যাহাদের বাহুবল ও বুদ্ধিবল ছিল, তাহারা এই বিপ্লবের সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া অল্প-দিনেই যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত। তাহাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং তাহাদের মুখে ভারতের অতুল সম্পদের কথা শুনিয়া, অনেকেই ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এদেশে আসিত—অনেকেই সফল-মনোরথ হইত।

এই ভাগ্যপরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ওয়াল্টার রীন্‌হার্ড অন্যতম। এই অজ্ঞাতকুলশীল জর্ম্মান যুবক ধনলাভা-কাঙ্ক্ষায়, একখানি ফরাসী জাহাজে সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রথমে ভারতে আগমন করে। জাহাজ ভারত-উপকূলে পৌঁছিলেই সে পলায়ন করিয়া ফরাসী সেনাদলে প্রবেশ করে। কিছুদিন দক্ষিণ-ভারতে নানাস্থানে কার্য্য করিবার পর রীন্‌হার্ড বাঙ্গালায় আসিয়া, কখন বা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে, কখন বা চন্দননগরে ফরাসী দলে কার্য্য করিয়া, অবশেষে নবাব মীরকাসিমের সেনাদলে প্রবিষ্ট হয়। ইংরেজের অনুগ্রহে বাঙ্গালার নবাবী লাভ করিয়া মীরকাসিম তখন ইংরেজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত; সৈন্যগণকে প্রতীচ্য-প্রথায় শিক্ষিত করিবার জন্য তখন মীরকাসিম সাহসী ইউরোপীয়-দের নিজ সৈন্যদলে গ্রহণ করিতেছিলেন। রীন্‌হার্ডের

ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাকে এই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙ্গালা দেশে টানিয়া আনিলেন ;—তাহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল।

রীন্‌হার্ডের মুখাবয়বে সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র ছিল না। তাহার বিষন্ন আকৃতি ও গম্ভীর প্রকৃতির জন্য তাহার বন্ধুরা তাহাকে 'সোম্বার' (Sombre) বলিয়া ডাকিত। ক্রমে তাহার প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ; তাহার ডাক-নাম 'সোম্বার' শেষে 'সমরু'তে পরিণত হইল। কাগজপত্রেও রীন্‌হার্ড নাম আর ব্যবহৃত হইত না।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ঘিরিয়ায় মীরকাসিমের সহিত ইংরেজের সঙ্ঘর্ষে সমরু বিশেষ রণচাতুর্য্য দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিও উন্নতি লাভ করে—সমরুরও তাহাই হইল,—তাহার রণ-নৈপুণ্যে মীরকাসিম সন্তুষ্ট হইলেন ; যে আশায় আশান্বিত হইয়া সে সাত সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আসিয়াছিল, মীরকাসিমের কৃপাদৃষ্টিতে তাহার সে আশা পূর্ণ হইল। তাহার পর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, মীরকাসিমের আদেশে, নিরস্ত্র ইংরেজ-বন্দীদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া, সমরু ইতিহাসের

পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ; অদ্যাপি এ কলঙ্ক-কাহিনী পাটনার স্মৃতিস্তম্ভে জ্বলন্ত-অক্ষরে ঘোষণা করিতেছে :—

"**Walter Reinhardt** *alias* **Sumroo, a base renegade.**"

ইহার কিছুদিন পরে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের পরাজয় ঘটিলে, সমরু তাহার অধীন সৈন্যবর্গ লইয়া অযোধ্যার নবাবের সেনাদলে প্রবেশ করে। ইংরেজ-পক্ষ পাটনার হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া সমরুকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অযোধ্যার নবাবকে আদেশ করিলেন। এদিকে সমরু এ সমস্ত কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, স্বীয় সৈন্যদলসহ রোহিলখণ্ডে গমন করিয়া কিছুদিন রহমৎ আলির অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। বিজয়ী ইংরেজ-সেনার সান্নিধ্য নিরাপদ নহে বুঝিয়া, অল্পদিন পরেই সে নিজ সৈন্যদলসহ ভরতপুরের জাঠরাজা জওয়াহির সিংহের কর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জওয়াহিরের মৃত্যু হইলে, সমরু দুই তিন মাসের জন্য দ্বিতীয়বার জাঠরাজা রতন সিংহের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করে। তৎপরে কিছুদিন দিল্লীর এক সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়া, সর্ব্বশেষে সমরু ও তাহার সেনাদল ৬৫,০০০৲ টাকা বেতনে দিল্লীশ্বর শাহ্ আলমের দক্ষিণ-

হস্ত স্বরূপ মন্ত্রী নাজফ্ খাঁর অধীনে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রভুর সেবা করিয়া চঞ্চলচিত্ত সমরু এইবার স্থির হইয়া বসিল। সম্রাটের নিকট হইতে স্বীয় সৈন্যদলের ভরণপোষণের জন্য, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সমরু তৎকালে ছয় লক্ষ টাকা আয়ের মীরাটের সন্নিকটস্থ সার্ধানা পরগণা ও তৎসংলগ্ন ভূমি জাগীর লাভ করে; এই কার্য্যেই সে তাহার জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেগম সমরু : বিবাহ ; বেগমের সেনাদলে জর্জ্জ টমাস্ ;
বেগমের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, (?) ভরতপুরের জাঠরাজার অধীনে, সমরু যখন দিল্লী অবরোধ করে, তখন এক আরব-কুমারীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে এরূপ অবস্থা ঘটিল যে, একের অদর্শনে অপরে প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না ; কারণ সাহচর্য্য প্রণয়ের লক্ষণ। এই পবিত্র প্রণয় স্থায়ী করিবার জন্য সমরু যথারীতি মুসলমান-প্রথানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করে। এই আরব-কুমারীই বেগম সমরু।

বেগম সমরুর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিভিন্ন লেখকের কথা আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, মীরাটের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কোটানা গ্রামে লতিফ্

আলি খাঁ নামে জনৈক আরব-বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই বিবাহ। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে, আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে, একটী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যার জন্মের ছয় বৎসর পরে লতিফ্ আলির মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটী পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর এই দুর্ব্বৃত্ত তাহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর নিগ্রহ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। কন্যা ও জননী অম্লানবদনে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া কিছুদিন গৃহে ছিলেন; কিন্তু সপত্নীপুত্রের অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন অনন্যোপায় বিধবা, কন্যাসহ দিল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিল। তাহার পর কেমন করিয়া সমরুর সহিত তাঁহার পরিচয় ও বিবাহ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বিবাহের পর হইতেই এই আরব-কুমারী 'বেগম সমরু' আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন।

প্রথমে এদেশে আসিয়া সমরু স্বীয় মাতৃভাষায় কথোপকথন করিত, সাহেবী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত; কিন্তু চন্দননগর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে জাতীয় পোষাক ও আচার-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া মোগলের বেশভূষা অবলম্বন করিয়াছিল; এই সময় হইতেই সে আপনার হারমের সৃষ্টি

করে। বেগম সমরুকে বিবাহকালে সমরুর উন্মাদরোগগ্রস্তা অপর এক মুসলমান-পত্নী বর্ত্তমান।

বেগম সমরু অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমরুকে স্ববশে আনিয়া ফেলিলেন। সমর-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ সমরু, বেগমের রূপজ-মোহে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া, জীবনের উচ্চাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া, যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থিরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিল। তাঁহাকে বিবাহ করিবার পর হইতে, সমরু আর বড় একটা যুদ্ধবিগ্রহ-কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না। সে এখন জীবনের অবশিষ্টকাল সার্ধানায় সুখে যাপন করিবে স্থির করিল। তাহার এই স্থায়িভাবে অবস্থানের মূলে যে বেগমের প্রভাবই সমধিক ছিল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বেগম যখন দেখিলেন, সমরু তাঁহার সম্পূর্ণ করতলগত, তখন তিনি একে একে সকল ক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন—গুণমুগ্ধ সমরু ইহাতে দ্বিরুক্তি করিল না। এক কথায় সমরু, বেগমের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। বীরের এই পরাজয়ের মূলে চিত্ত-দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

সমরু জীবনের সায়াহ্নভাগে আগ্রার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে আগ্রায় তাহার

মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর প্রথমে তাহাকে তাহার উদ্যানে সমাহিত করা হয়; পরে বেগমের চেষ্টায় তাহার সমাধি আগ্রার পুরাতন ক্যাথলিক্ সমাধিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। বেগমের গর্ভে সমরুর কোন সন্তান জন্মে নাই; কিন্তু প্রথম পক্ষের মুসলমান স্ত্রীর গর্ভজাত সমরুর এক পুত্র ছিল—ইনিই ইতিহাসে জাফর-ইয়াব্ খাঁ নামে পরিচিত।

সমরুর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক। সমরুর ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈনিক কর্ম্মচারীরা এক-বাক্যে বেগমকেই তাহাদের মৃত প্রভুর পদে বরণ করিবার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন করিল। সম্রাটের সম্মতিক্রমে বেগম সমরুর অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বেগমই সমরুর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন এবং স্বহস্তে সৈন্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে বেগম সমরু সপত্নীপুত্রসহ আগ্রায় যাজক গ্রেগোরিও কর্তৃক রোমান্ ক্যাথলিক্ মতে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই দীক্ষাকালে বেগম 'জোয়ানা নোবিলিস্' এবং তাঁহার সপত্নীপুত্র 'ওয়াল্‌টার ব্যাল্‌থাজার রীন্‌হার্ড' নাম গ্রহণ করেন।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই জর্জ্জ টমাস্ নামে একজন আইরিশ নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে বেগমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হ'ন। কেমন করিয়া তিনি প্রথমে ভারতে উপনীত হ'ন, তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রথমে একখানি ব্রিটিশ-রণপোতের নাবিকরূপে এদেশে আগমন করেন। জাহাজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর মাদ্রাজে কার্য্য করিবার পর, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইয়া বেগম সমরুর সেনাদলে প্রবেশ করেন।

বেগম সমরু লোক চিনিতে পারিতেন। প্রতিভাশালী টমাস্‌কে তিনি অল্পদিন মধ্যেই একজন অধিনায়কের পদ প্রদান করিলেন। টমাস্ বিভিন্ন অভিযানে রণ-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া বেগমের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন; প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে তিনিই বেগম সমরুর প্রধান পরামর্শদাতা। টমাসের অধীনে বেগম সমরুর সেনাদল সুশিক্ষিত হইয়া প্রবল-পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল; তাহাদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যে সকলেই বেগম সমরুকে ভীতিচক্ষে দেখিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়

গোলাম কাদিরের পরাজয় ; সম্রাটের উদ্ধারকল্পে বেগম সমরু

তখন ভারতের চারিদিকেই বিদ্রোহ, অশান্তি; মহারাষ্ট্রবীর মাধোজী সিন্ধিয়াই তখন দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি—আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্য-বিধাতা। জয়নগরের রাজা প্রতাপ সিংহ বিদ্রোহী হইলে, মাধোজী স্বয়ং বিপুল সৈন্য লইয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় বহু মোগল সৈন্য ও সভাসদ্ প্রতাপ সিংহের উৎকোচে বশীভূত হইয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল। ফলে সিন্ধিয়া সে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্য-সংগ্রেহের আশায় গোয়ালিয়রে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজধানী দিল্লীতে তখন শাহ্ নিজামুদ্দীন্ সিন্ধিয়ার

প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর পরাজয়-বার্ত্তা ও তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিমুখে গমনের সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বাহ্নেই রাজধানী সুরক্ষিত করিতে তৎপর হইলেন ; আর এইরূপ করা যে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। বিদ্রোহী জাবৃতা খাঁর পুত্র গোলাম কাদির খাঁ তখন সাহারানপুরের শাসনকর্ত্তা। তিনি সুবিধা বুঝিয়া এই সময়ে বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট্ শাহ্ আলমের নাজির, অকৃতজ্ঞ মনসুর আলি খাঁ সম্রাটের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যের কথা বিস্মৃত হইয়া বিদ্রোহী গোলাম কাদিরের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এই সুযোগে গোলাম কাদিরকে সসৈন্যে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। গোলাম কাদির অবিলম্বে বিপুল-বাহিনীসহ যমুনার পূর্ব্বতীরে দুর্গের অপরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি এই সংবাদে, একদল প্রবল সৈন্য বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সৈন্যবর্গ নদী পার হইবামাত্র গোলাম কাদিরের সৈন্যগণের অতর্কিত আক্রমণে স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি সৈন্যগণের পরাজয়-সংবাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন—

তিনি আত্মপ্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিয়া রাজধানী হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে বল্লমগড়ে আশ্রয় লইলেন।

বিদ্রোহী গোলাম কাদিরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল—তিনি বিনা বাধায় রাজধানীতে প্রবেশলাভ করিলেন। সম্রাট্ শাহ্ আলম্ তখন নিরুপায়—সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। গোলাম কাদির সম্রাট্‌কে নানারূপে নির্যাতন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে 'আমির-উল্-উমারা'র পদ দাবী করিলেন। শাহ্ আলম্ সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গোলাম কাদির যদিও এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন, তথাপি তাঁহার শক্তি তখনও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রগণের ও সম্রাট্‌পক্ষীয় বহুলোক তখনও দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সম্রাটের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, এবং তাঁহার উপর বিদ্রোহীর অন্যায় আচরণের কথা শুনিয়া, ইহার প্রতিকার-বিধানের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন—বেগম সমরু।

প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে বেগম সমরু সিন্ধিয়ার নির্দ্দেশ মত পাণিপথে সৈন্যচালনা করিতেছিলেন। এত বড় একটা কার্য্যের গুরুভার একজন নারীর উপর ন্যস্ত

জর্জ্জ টমাস [পৃষ্ঠা ১৬

করিয়া সিন্ধিয়া যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বেগমের পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা ছিল। এক্ষণে সম্রাটের উদ্ধারসাধনের জন্য বেগম সমরুর সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, সিন্ধিয়া উপযুক্ত পাত্রীর উপরই গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বেগম সমরু হৃতগৌরব সম্রাটের অবস্থার কথা শুনিয়া অবিলম্বে বিদ্রোহীর সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য অগ্রসর হইলেন। গোলাম কাদির রাজদরবারে বেগমের প্রাধান্যের কথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন; এক্ষণে বেগম স্বয়ং অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, তিনি প্রাসাদ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সসম্মানে বিনয় সহকারে বেগমের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, বেগম সমরু যদি তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিকল্পে সহায়তা করেন, তবে উভয়ে সমভাবে রাজ্যশাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিবেন।

গোলাম কাদিরের এই ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, হয়ত বা বেগম সমরু ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে উঠিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; তিনি সম্রাটের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া, কৃতঘ্ন রোহিল্লা-সর্দ্দারের প্রস্তাব ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিলেন

এবং অবিলম্বে সমগ্র সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীকে জানাইলেন যে, সম্রাট্‌কে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বেগমের সসৈন্য অবস্থিতিতে শাহ্‌ আলম্‌ যে কি পর্য্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

গোলাম কাদির বেগমের সহায়তালাভে বিফল হইয়া, ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। যমুনার পরপারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া, তিনি সম্রাট্‌-দরবারে একজন দূতের সাহায্যে জানাইলেন যে, অবিলম্বে সম্রাট্‌ যদি বেগম সমরুকে প্রাসাদ হইতে বিতাড়িত না করেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের শত্রুতাচরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। গোলাম কাদিরের এই প্রস্তাব সম্রাট্‌ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রুদ্ধ গোলাম কাদির প্রাসাদের উপরে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেগম সমরুও নীরবে এ আক্রমণ সহ্য করিলেন না; তাঁহার কামানও তখন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নির্ভীক নারীর অটল প্রতিজ্ঞা, তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও তাঁহার সৈন্যগণের অপরিমেয় সাহসে বিদ্রোহী গোলাম কাদির কিছুক্ষণ অগ্নিবর্ষণ করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিজয়লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই—বেগম সমরুর সৈন্যদল অপরাজেয়,

তখন অনন্তোপায় হইয়া তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় সম্রাট্ শাহ্ আলম্ অশান্তিতে কাল কাটাইতে-ছিলেন। রাজধানীর এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় সুযোগ পাইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত জমীদারগণ খাজানা বন্ধ করিলেন—কেহ কেহ সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইঁহাদিগের মধ্যে নাজফ্ কুলী অন্যতম। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ্ আলম্ সসৈন্যে নাজফ্ কুলীকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত বেগম সমরুও সেনাদল লইয়া গমন করিয়াছিলেন। নাজফ্ কুলীর অধিকারে তখন সুরক্ষিত গোকুলগড় দুর্গ ছিল। সম্রাট্-পক্ষীয় সৈন্যেরা গোকুলগড় অবরোধ করিল। তাহারা লুণ্ঠন, মদ্যপান ও নানাবিধ অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল—সৈনিকের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইল। তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্যের কথা, গুপ্তচরের সাহায্যে নাজফ্ কুলীর নিকট পৌঁছিল। আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, সম্রাটের সৈন্যবর্গ যখন সারা রাত্রি অত্যা-চারে অতিবাহিত করিয়া সুখ-নিদ্রায় সুষুপ্ত, সেই সময়ে নাজফ্ কুলী একদল সৈন্যসহ সম্রাট্-সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। বহু মোগল সৈন্য হত হইল;—যাহারা অবশিষ্ট

রহিল, তাহারা এই অতর্কিত আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সম্রাট্ শাহ্ আলম্ পরিবার-বর্গ লইয়া অবিলম্বে শিবির ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইল না;—এক মহাশক্তিশালিনী বীরাঙ্গনা এই সঙ্কট সময়ে দিল্লীর শাহান্শাহ্ বাদশাহ্র মানসম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। এই রমণী আর কেহই নহেন—বেগম সমরু!

সম্রাট্ যখন ঘোর বিপন্ন,—পলায়ন ভিন্ন যখন তাঁহার গত্যন্তর নাই—যখন শত্রুসৈন্য তাঁহাকে বন্দী করিতে অগ্রসর—সেই সময় বেগম সমরু সম্রাট্-বাহিনীর দক্ষিণে সসৈন্য অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সুশাসনে, যুদ্ধ-কালেই হউক বা অবসর সময়েই হউক, তাঁহার সৈন্যগণ কখনও অসতর্ক অবস্থায় থাকিত না; তাঁহার কঠোর ব্যবস্থায় অধীন সৈন্যগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত; কোন কারণেই কখনও তাহারা সামরিক বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমোদ-আহ্লাদে মত্ত থাকিত না; তাহা-দিগকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত।

বেগম সমরু যখন সম্রাটের এই বিপন্ন অবস্থার কথা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি বিহ্বল বা ভীত হইলেন না। এই আসন্ন বিপদে দিল্লীর বাদশাহ্ উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু বীরাঙ্গনা তখনই যুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। সম্রাটের জীবন রক্ষা করিতে হইবে—তাঁহার মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে ;—তাহার জন্য কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হওয়াই এই রমণীর নিকট অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না।

বেগমের সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। বেগম তাঁহার শিবির হইতে দূত প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌কে অবিলম্বে তথায় সপরিবারে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন ; শত্রুর উপযুক্ত শাস্তির ভার তিনি যে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সম্রাট্‌কে জানাইলেন ; এই যুদ্ধে তিনি হয় শত্রুকে পরাজিত করিবেন, আর না হয় সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন ; সম্রাটের জীবনরক্ষা, তাঁহার উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি প্রাণপাত করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিতা হইবেন না।

সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইবার পর বেগম নাজফ্

কুলীর নিকটও এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তিনি অতি কঠোর ভাষায় তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন; এবং তাহার যথোচিত শাস্তি-বিধানের জন্য যে তিনি সমরসজ্জা করিতেছেন, তাহাও জানাইলেন।

বেগম পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। সৈন্যগণ সজ্জিত হইল; তিনি তখন তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ সংখ্যায় বেশী ছিল না;—কেবল একশত সিপাহী এবং জর্জ্জ টমাসের অধীনে একটী কামান। এই সামান্য সৈন্য ও একটী কামান লইয়াই বীরাঙ্গনা যুদ্ধ করিতে চলিলেন; তিনি শিবিকারোহণে সৈন্যগণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার সৈন্যেরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হইল, তখন বেগম আর শিবিকার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না,—থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা না করিলে এই অল্পসংখ্যক সৈন্য কিছুই করিতে পারিবে না, এই কথা বুঝিতে পারিয়াই তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সৈন্যগণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিগুণবলে জয়ধ্বনি করিয়া

উঠিল ; তাহারা এই বীরাঙ্গনার উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া নববলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল ; কামান হইতে মুহুর্মুহু অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল ; রণরঙ্গিণী বেগম সমরু তাঁহার পাশ্চাত্য-রণকৌশলে সুশিক্ষিত মুষ্টিমেয় সিপাহীদলের অপূর্ব্ব রণ দেখিতে লাগিলেন।

নাজফ্ কুলীর সৈন্যগণ এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, যুদ্ধজয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা পলায়ন করিল—গোকুলগড় দুর্গ অধিকৃত হইল! জয়োল্লাস-মত্ত বেগম-সৈন্য বেগমের ও সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে করিতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেইদিনই অপরাহ্ণকালে সম্রাট্ শাহ্ আলম্ বেগমকে দরবারে আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহাকে আসন্ন বিপদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য বেগম সমরু যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বেগম দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে 'জেব্-উন্নিসা' (অর্থাৎ রমণী-রত্ন) উপাধি পাইয়াছিলেন ; এক্ষণে সম্রাট্ তাঁহাকে 'সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পুত্রী' আখ্যা দিয়া সম্মানিত করিলেন। অধিকন্তু বেগমকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও

দিল্লীর দক্ষিণে যমুনাতীরস্থ বাদশাহ্‌পুর নামক পরগণা পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিবার আদেশ প্রচারিত হইল। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, বেগম যেরূপ ঘোর বিপদের সময় সম্রাট্‌কে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সম্মান ও উচ্চ পুরস্কারলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য—তাঁহার এই সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য কেবল সৈন্যদলের প্রাণরক্ষা হয় নাই,—সম্রাট্‌ শাহ্‌ আলম্‌ও এই বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ-লাভ করিয়াছিলেন ;—তাঁহার সম্মান রক্ষাও হইয়াছিল।

নাজফ্‌ কুলী এই পরাজয়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি দরবারে বেগম সমরুর প্রতিপত্তির কথা বুঝিতে পারিয়া সম্রাটের নিকট ক্ষমাভিক্ষার জন্য বেগমের সহায়তা-লাভে সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে নাজফ্‌ কুলীকে মহানুভব সম্রাট্‌ নিজ উদারতাগুণে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর চারি বৎসর আমরা বেগম সমরুর জীবনের কোন ঘটনাই জানিতে পারি না।

চতুর্থ অধ্যায়

বেগম সমরুর জাগীর ; সেনাদল ;
আচার-ব্যবহার

বেগমের প্রধান জাগীর মীরাটের সন্নিকটস্থ সার্ধানা ; ইহা দিল্লী হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। নিম্ন-লিখিত পরগণাগুলি বেগমের জাগীরভুক্ত ছিল ;— সার্ধানা, বরাউট্, বরনাওয়া, কোটানা, বুধানা বা বুরহানা, জেওয়ার, তাপ্পাল, ধানকাউর এবং দুয়াবস্থ পাহাসু ; যমুনার পশ্চিমে বাদশাহ্পুর, হান্সি এবং রানিয়া। এই সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। তাঁহার জাগীরের মধ্যে বরাউট্, দিনাউলি, বরনাওয়া, সার্ধানা, জেওয়ার এবং ধানকাউর সমৃদ্ধিশালী শহর। কেবলমাত্র মীরাট জেলার পরগণাগুলি হইতে, ১৮১৪ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, সেস সমেত, আনুমানিক বার্ষিক ৫৮৬৬৫০৲ টাকা করিয়া তাঁহার খাজানা প্রাপ্য ছিল ; কিন্তু গড়ে ৫৬৭২১১৲ টাকার অধিক আদায় হইত না ; প্রায় ১৯৪৩৯৲

টাকা অনাদায়ী থাকিত। প্লাউডেন্ (T. C. Plowden) সাহেব ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে *Settlement Report*এ বেগম সমরুর শাসনকার্য্য-পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

টমাস্ লিখিয়াছেন, বেগমের পাঁচদল সেনা, ২৪টী কামান ও ১৫০ জন অশ্বারোহী ছিল; প্রত্যেক দলে প্রায় ৬০০ করিয়া সৈন্য থাকিত। উত্তরকালে বেগমের সেনাদল সংখ্যায় আরও বেশী হইয়াছিল। তাঁহার কয়েকদল সৈন্য সম্রাটের সাহায্যার্থ সর্ব্বদাই দিল্লীতে অবস্থান করিত। এতদ্ভিন্ন বেগমের প্রাসাদের সন্নিকটেই একটী দুর্গমধ্যে সুসজ্জিত অস্ত্রাগার ও কামান ঢালাই করিবার কারখানা ছিল। বিচার ও শাসনবিভাগের ব্যয় ও নিজব্যয় প্রভৃতির জন্য বেগমের সর্ব্বসমেত বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইত; সার্ধানার জাগীরের আয় হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

বেগমের সেনাদলে যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিলেন, তন্মধ্যে জর্জ্জ টমাস্, পলি, বাওরস্, ইভান্স্, ডুদ্রেনেক্, লিগোইস্, লেভাসুল্ত্, সালুর, রবার্ট স্কিনার, জন্ টমাস্ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সার্ধানায় এক সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর বেগম সমরুর প্রাসাদ অবস্থিত। তাঁহার বাসস্থান কতকটা দেশীয় ও

ইউরোপীয় ভাবের সংমিশ্রণে সুন্দরভাবে সজ্জিত। বেগম অনেক সময় সার্ধানায় অবস্থিতি করিতেন; মধ্যে মধ্যে জলালপুর, মীরাট, কিরওয়া এবং দিল্লীতে গমন করিতেন;—এই সকল স্থানে তাঁহার প্রাসাদ ছিল।

প্রথমে বেগম যখন স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিতেন, তখন তিনি শিবিকার ভিতর থাকিয়া, সৈন্যদের আদেশ ও উৎসাহ দান করিতেন। বিল্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"Colonel Skinner had often, during his service with the Mahrattas, seen her, then a beautiful young woman, leading on her troops to the attack in person, and displaying in the midst of carnage, the greatest intrepidity and presence of mind." বিনা অবগুণ্ঠনে তিনি বড় একটা প্রকাশ্যে বাহির হইতেন না। তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও, জাতীয় সংস্কার, জাতীয় বেশভূষা এবং দেশীয় আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতিনী ছিলেন।

বেগম সমরু দেখিতে পরমাসুন্দরী ছিলেন। তিনি মূল্যবান্ হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। ফার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্বীয় প্রাসাদে তিনি পর্দ্দানশীন্ স্ত্রীলোকের ন্যায়, চিকের অন্তরালে

থাকিয়া সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী বা অপরাপর ব্যক্তির আবেদন শুনিতেন; কিন্তু তিনি উচ্চপদাধিষ্ঠিত ইউরোপীয় সেনানায়কগণের সহিত অনবগুণ্ঠিতা হইয়া, প্রায়ই একত্র আহার করিতেন। ৩০-৩৫ জন পরিচারিকা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য টেবিলের উপর সাজাইয়া দিত এবং খাদ্যাদি পরিবেশন করিত; ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে বেগম সমরু এই প্রথার একটু ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত সখ্যতা-স্থাপনের পর তিনি কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে, গজপৃষ্ঠে বা শিবিকায়, উষ্ণীষ-মস্তকে, সাধারণের সম্মুখে বাহির হইতেন এবং বড়লাট, প্রধান সেনাপতি-প্রমুখ উচ্চপদবিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতেন;—আবার তাঁহাদের নিমন্ত্রণেও উপস্থিত হইতেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ সৈনিক ও রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার রাজ্য-মধ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের বেগমের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইত।

একজন স্বাধীন সম্রাজ্ঞীর ন্যায় বেগম সমরু তাঁহার

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটী সান্ধ্যভোজনের বৈঠক বসিত; ইহাতে সাধারণতঃ বেগম সমরু, তাঁহার উত্তরাধিকারীর জনক কর্ণেল ডাইস্, মেজর রেঘোলিনী ও রেভারেণ্ড স্কটী উপস্থিত থাকিতেন। গীতবাদ্য চলিত—সঙ্গে সঙ্গে রসনাতৃপ্তিকর সুপেয় মদ্য বিতরিত হইত।

পঞ্চম অধ্যায়

টমাসের কর্ম্মত্যাগ; বেগমের দ্বিতীয় বিবাহ; বিদ্রোহ;
বেগমের পলায়ন; লেভাস্থলতের আত্মহত্যা

সমরুর মৃত্যুর পর যাঁহারা বেগমের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে দুইজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক-জন বিখ্যাত জর্জ্জ টমাস্; ইঁহার পরিচয় ইতঃপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অপরব্যক্তি লেভাস্থলত্; ইনি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ফরাসী, সুশিক্ষিত ও সুপুরুষ। দুইজনেই প্রতিভাশালী। অল্পদিন মধ্যেই টমাস্ ও লেভাস্থলত্ বেগমের অধিক অনুগ্রহলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। টমাসের কার্য্যাবলী লেভাস্থলতের মনঃপূত হইত না—প্রতিপদেই তিনি টমাস্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য শ্যেনদৃষ্টিতে তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। টমাসও লেভাস্থলতের ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেন। টমাস্ বেগমের নিকট লেভাস্থলতের অপরিণামদর্শিতা, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও শৈথিল্যবিষয়ের নিদর্শন উল্লেখ করিলেও, বেগম সে

কথায় কর্ণপাত না করিয়া লেভাসুল্তের প্রতিই অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন। দিন দিন টমাস্ ও লেভাসুল্তের মধ্যে শত্রুতা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে টমাস্ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অকৃতকার্য্য হইয়া, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেলেন। বেগম তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ পর্য্যন্তও করিলেন না। কীন্ সাহেবের বিশ্বাস, টমাস্ বেগমের পাণিপ্রার্থী ছিলেন এবং ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করেন।

লেভাসুল্ত্ অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, বেগম তাঁহার প্রণয়প্রার্থিনী। কৌশলী ফরাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বেগম আর স্ববশে নাই—প্রণয়-দেবতার সুতীক্ষ্ণ বাণবিদ্ধ হইয়া জর্জ্জরিত। তাই তিনি এক শুভক্ষণে আপনার হৃদয় বেগম-চরণে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। বেগমের প্রাণ যাহা চাহিতেছিল—আভিজাত্য ও সম্মান যাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না—সেই অভিলষিত প্রস্তাব লেভাসুল্তের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র তিনি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ভুলিয়া গেলেন—ভুলিয়া গেলেন আপনার আভিজাত্য—আত্মহারা হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন তাঁহার

গণ্ডদেশে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। হৃদয়-বিনিময়ই যদি প্রকৃত বিবাহের লক্ষণ হয়, তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল—সাক্ষ্য রহিল উপরে নীলাকাশ—আর সর্ব্বত্রগামী বাতাস। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজক গ্রেগোরিও কর্ত্তৃক রোমান্ ক্যাথলিক্ মতে বেগম ও লেভাসুল্‌ত্ গোপনে বিবাহিত হইলেন; কিন্তু সাধারণে এই বিবাহের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। কেবল জানিল, বেগমের দুইজন ফরাসী কর্ম্মচারী—বার্নিয়ার ও সালুর। কিন্তু এই বিবাহ, বিশেষতঃ গুপ্ত-বিবাহ, বেগম সমরুর পক্ষে যে অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

লেভাসুল্‌ত্ নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হইলেও উদ্ধত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। বেগমের অপরাপর সেনা-নায়ক তাঁহার মত সুশিক্ষিত ছিল না। পদগৌরবে-গর্ব্বিত লেভাসুল্‌ত্ এক্ষণে আদেশ করিলেন, ইউরোপীয় সেনানায়কের আর পূর্ব্ববৎ বেগমের সহিত আহার করিতে পাইবে না। বেগম সমরু লেভাসুল্‌ত্‌কে এরূপ আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন; বুঝাইলেন, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ মূর্খ ইউরোপীয় সৈনিকের মধ্যে এই উপলক্ষে অসন্তোষের বীজ বপন করা কোনমতেই উচিত নহে;

দিল্লীশ্বর শাহ্ আলম্ [পৃষ্ঠা ৩২

তাহাদের বাহুবলের উপর রাজ্যের শুভাশুভ ন্যস্ত রহিয়াছে ; সামান্য একটু ভদ্রতা প্রদর্শন করিলে—তাহাদের সহিত একত্র পানভোজন করিয়া আত্মীয়তা বর্দ্ধিত করিলে, তাহাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধায় রাজ্যের মঙ্গল হইবে ; তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া হয় ত অনেক অনর্থ সংঘটিত করিতে পারে। লেভাসুল্ত্ বেগমের এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না ; তিনি কিছুতেই এই সমস্ত লোকের সহিত একত্র আহারে সম্মত হইলেন না ; তাঁহারই জিদ বজায় রহিল।

বেগম যে ভবিষ্যৎ অনর্থের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, লেভাসুল্তের এই আচরণে তাঁহার সেনানায়কগণের মধ্যে সেই অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল ; তাহারা এই আচরণে অপমান বোধ করিল। আর এক কথা, বেগমের সহিত লেভাসুল্তের বিবাহের কথা অবগত না থাকায়, তাহারা নূতন সেনাপতিকে বেগমের অবৈধ প্রণয়ী ভাবিয়া আরও বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইল, এবং এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধীন সৈন্যবর্গও—ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। চারিদিকে গুপ্ত

ষড়্‌যন্ত্রের কথাও বেগমের অবিদিত রহিল না ; তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, লেভাস্যুল্‌তের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বিপদ্‌ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর।

সৈন্যগণের আচরণ, ক্রমেই বশ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল ; তাহাদের ঔদ্ধত্য বেগমের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি নিজের ধন-মান-সম্পদ্‌, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত, বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ প্রকার শত্রুবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করা কিছুতেই নিরাপদ নহে। তখন আর তাঁহার পূর্ব্বের মত তেজ ছিল না ; বিশেষতঃ যাহাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তেজস্বিনী হইয়াছিলেন, তাহারাই যখন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তখন তিনি নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্য সার্ধানার আধিপত্য ত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিলেন না। দুর্ব্বিনীত বিদ্রোহী সৈন্যগণ যে-কোন মুহূর্ত্তেই তাঁহার রাজভবন আক্রমণ করিয়া সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে পারে ; তাঁহাকে অবমানিত করিতে পারে ; —এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিপন্ন হইতে পারে। এমন অসহায় অবস্থায় কি মানুষ বাস করিতে পারে?

লেভাসুল্ত্ও এই সঙ্কট সময়ে পলায়ন ব্যতীত অন্য কোন সদুপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। তিনি একাকী কি বা করিতে পারেন? বেগম স্বামী লেভাসুল্তের সহিত স্বীয় ধনরাজি লইয়া ইংরেজের আশ্রয়-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। লেভাসুল্ত্ বেগমের সঙ্কল্পের কথা ইংরেজ-পক্ষীয় কর্ণেল ম্যাক্‌গাউয়ান্‌কে (Col. McGowan) জানাইলেন। ম্যাক্‌গাউয়ান্ এই সময়ে (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনুপশহরের সেনানিবাসের ভারপ্রাপ্তকর্ম্মচারী। লেভাসুল্ত্ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, কর্ণেল তাঁহাদিগকে প্রথমে তাঁহার সেনানিবাসে আশ্রয় দান করিবেন, এবং তথা হইতে তাঁহাদের ফরাক্কাবাদ-গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; এই স্থানে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। কর্ণেল কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তাঁহার মনে হইল, সম্রাটের একজন কর্ম্মচারীর পলায়নে সহায়তা করিয়া পরে হয় ত তিনি দোষী হইতে পারেন। এক্ষণে ব্যর্থমনোরথ হইয়া লেভাসুল্ত্ ভারতের তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল সার জন্ শোরকে পত্র লিখিলেন (১৭৯৫ এপ্রিল)। শোর আবার সিন্ধিয়ার দরবারে বেগম ও তাঁহার স্বামীর জন্য অনুরোধ করিতে ইংরেজ-দূত মেজর পামারকে আদেশ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাধোজী সিন্ধিয়া তখন দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি—তিনিই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা। বেগম দিল্লীশ্বরের সৈন্য-সাহায্যার্থ-প্রদত্ত জাগীর ভোগ করিতেছিলেন; সুতরাং স্থানত্যাগের জন্য সিন্ধিয়ার অনুমতি লওয়া তাঁহার প্রয়োজন। বেগমের সৈন্যচালনারূপ দুরূহ কার্য্য হইতে অব্যাহতি-প্রদানের বিনিময়ে সিন্ধিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসিলেন। বেগম এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি টাকা দিতে যাইবেন কেন? তাঁহারই যে সিন্ধিয়ার নিকট হইতে টাকা পাইবার কথা। তিনি সিন্ধিয়ার হস্তে সৈন্যচালনার ভার ন্যস্ত করিতেছেন, এবং তিনি ও তাঁহার পূর্ব্বস্বামী সমরু সৈন্যগণের ব্যবহারার্থ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি যখন সে সমস্তই সিন্ধিয়ার হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, তখন তিনিই টাকা পাইবেন; তিনি সিন্ধিয়ার নিকট দাবী করিলেন। অবশেষে স্থির হইল, তিনি সিন্ধিয়ার একজন কর্ম্মচারীর হস্তে সেনাদলের ভার অর্পণ করিয়া স্বামীর সহিত গোপনে জাগীর ত্যাগ করিবেন; সিন্ধিয়ার এই কর্ম্মচারী বেগমের সপত্নীপুত্রকে আমরণকাল মাসিক দুই হাজার টাকা বৃত্তি দিবেন; লেভাসুল্‌ত্‌ ইংরেজ-সীমানায় বাস

করিতে পারিবেন, তবে তিনি ইংরেজের বন্দীরূপে পরিগণিত হইবেন এবং সস্ত্রীক ফরাসী চন্দননগরে বাস করিতে পাইবেন।

এদিকে বেগমের যে সৈন্যদল দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা কোন সূত্রে এই গুপ্ত সংবাদ অবগত হইল; তাহারা সমরুর পুত্র জাফর-ইয়াব্‌কে তাহার পৈতৃক জাগীর উদ্ধারার্থ আহ্বান করিল এবং তাহাকেই মসনদে বসাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বিদ্রোহী সৈন্যদল, বেগম ও তাঁহার স্বামীকে ধরিবার জন্য অবিলম্বে দিল্লী ত্যাগ করিয়া সার্ধানা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

লেভাসুল্‌ত্‌ বিদ্রোহীদের অভিযানের কথা পূর্ব্বাহ্লেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, একদিন মধ্যরাত্রে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পত্নীকে লইয়া অনুপশহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী স্বামীর হস্তে পিস্তল এবং পার্শ্বে শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে; বেগমের হস্তে শাণিত ছোরা। পথিমধ্যে লেভাসুল্‌ত্‌ বেগমকে জানাইলেন যে, দুর্বৃত্তদের হস্তে পতিত হইয়া অত্যাচার ও অপমান ভোগ করা অপেক্ষা, তাঁহারা ধৃত হইবার পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিবেন। বেগমও এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন

যে, শত্রুহস্তে নিপতিত হইলে তাঁহাকে বিশেষ নির্যাতন ও অপমান ভোগ করিতে হইবে। ষড়্‌যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে স্বীয় কবলে প্রাপ্ত হইয়া সহজে ছাড়িবে না, যথোচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, এ দৃশ্য তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এ অপমান সহ্য করিয়াও জীবনধারণ অন্য মহিলা করিতে পারেন—বেগম সমরু পারেন না। প্রাণ অপেক্ষাও মানের মূল্য তাঁহার নিকট অনেক অধিক ছিল। তাহা না হইলে তিনি মান বাঁচাইবার জন্য এত ধন-সম্পত্তি, এমন রাজ্য ত্যাগ করিয়া গোপনে পলায়ন করিবেন কেন? তাঁহার যদি অন্য কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি পলায়নে সম্মত হইতেন না; কিন্তু এখন এই অসহায় অবস্থায় মান বাঁচাইবার জন্য—প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নহে,—তিনি পলায়ন করিতেছিলেন। সেই মান যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা রহিল না—তখন প্রাণত্যাগ করাই তিনি স্থির করিলেন।

লেভাসুল্‌ত্‌ অশ্বারোহণে বেগমের শিবিকার পাশে পাশে চলিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত পরিচারিকা ও আবশ্যক দ্রব্যাদি। তাঁহারা যখন সার্ধানা হইতে তিন মাইল দূরে কাত্রি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তাঁহারা বিদ্রোহীদের অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। লেভাসুল্‌ত্‌

বেগমকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প স্থির আছে কি না। বেগম দক্ষিণ হস্তে ধৃত ছুরিকা দেখাইলেন—বলিলেন, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। লেভাস্থল্‌ত্‌ বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া পালকীর বেহারাদিগকে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে বলিলেন। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে লেভাস্থল্‌ত্‌ অশ্ব ছুটাইয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পত্নীর পার্শ্ব ত্যাগ করিলেন না।

বিদ্রোহীর দল প্রবল বাত্যার ন্যায় তাঁহাদের অতি নিকটেই আসিয়া পড়িল। এই সময়ে বেগমের পরিচারিকা-গণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লেভাস্থলত্‌ দেখিলেন, বেগম আত্মহত্যা করিয়াছেন—তাঁহার বক্ষের বসন রক্তাক্ত—তিনি সংজ্ঞাহীন। বেগম আত্মহত্যা করিবার জন্য বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ছুরিকা বক্ষে আমূল বিদ্ধ হয় নাই—একখানি অস্থিতে প্রতিহত হইয়া-ছিল। পত্নী আত্মহত্যা করিয়াছে শুনিয়া, উন্মত্তপ্রায় লেভাস্থল্‌ত্‌ সবলে মুখের মধ্যে পিস্তল ছুঁড়িলেন—গুলি ব্রহ্মরন্ধ্‌, ভেদ করিয়া গেল; তাঁহার দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল।

প্রকৃত প্রেমিকের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া

বাস্তবিকই নয়ন বহিয়া অশ্রু বহিতে থাকে। লেভাসুলতের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বেগমের প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত প্রণয়ী ছিলেন বলিয়াই তিনি প্রণয়-দেবতার চরণে আপনার বহুমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন; নশ্বর-জগতে অবিনশ্বর প্রেমের বিজয়-কেতন উড়াইয়া গিয়াছেন—দেখাইয়া গিয়াছেন, বেগমের সহিত তাঁহার কেবলমাত্র দেহের সম্বন্ধ ছিল না—রূপের লালসার বা অর্থের মোহিনী শক্তির বলে বেগমের দিকে তিনি আকৃষ্ট হ'ন নাই—প্রাণের টানে তিনি ছুটিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেগম সমরুর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ;
জাফর-ইয়াবের পরিণাম

টমাস সত্যই লিখিয়াছেন,—"যে সমস্ত দুরাচার কাল লেভাসুল্‌তের দাস ছিল, আজ তাহারা তাঁহার মৃতদেহের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হইল না।" লেভাসুল্‌তের শব-দেহ পশুপক্ষীর খাদ্য হইল—শরীরের কতক অংশ পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত হইল। বেগম সমরু সাত দিন অনশন-অর্দ্ধাশনে একটা কামানের সহিত বদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার অপমানের ও নির্যাতনের অন্ত রহিল না। বিদ্রোহীদের বহু দুর্ব্বাক্যও তাঁহাকে স্বকর্ণে শুনিতে হইল। তাঁহার কোন বিশ্বস্ত পরিচারিকা গোপনে মধ্যে মধ্যে কিছু আহার্য্য বা পানীয় যদি না দিত, তাহা হইলে বোধ হয় বেগমের অনাহারেই মৃত্যু হইত। এত কষ্টেও তাঁহার প্রাণ বাহির হইল না ; যে নিদারুণ অপমানের ভয়ে তিনি জীবন-বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিলেন—স্বহস্তে নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন,—এত নির্যাতনেও সে প্রাণ-বায়ু

অনন্তে মিশাইল না। ইহার কারণ কি? কোথা হইতে তিনি এত কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিলেন? বেগমের ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসই এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবে। ভগবান্ তাঁহাকে দরিদ্রের দুঃখ-মোচনের জন্য, অসহায়ের আশ্রয়দানের জন্য, এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন; ভারতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন; এই মহৎ কার্য্যে উপযুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই তাঁহার ন্যায় মহীয়সী মহিলা,—তাঁহার ন্যায় ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-বেষ্টিতা রমণীকে ভগবান্ এমন দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছিলেন। তাহারই জন্য এত কষ্টে, এত নির্য্যাতনে, এত অপমানেও তাঁহার প্রাণ বাহির হয় নাই। প্রতিদিন যাঁহার দ্বারে শত শত নিরন্ন ব্যক্তি অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সেই মহিলা অনশন-অর্দ্ধাশনে কামানের তলদেশে আবদ্ধ হইয়া সপ্তাহাধিক কাল ক্ষেপণ করিলেন; দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার দাসীরা গোপনে কখন কখন তাঁহাকে সামান্য দুই একখানি রুটি প্রদান করিয়া, তাঁহার জঠর-জ্বালা নিবারণ করিত। অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস! ধন-জন-সম্পদের অকিঞ্চিৎকরত্বের কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ!

এদিকে বিদ্রোহীরা বেগমের সপত্নীপুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইল।

এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর বেগম গোপনে টমাস্‌কে সংবাদ পাঠাইবার সুযোগ পাইলেন। তিনি টমাস্‌কে জানাইলেন যে, নিশ্চয়ই বিদ্রোহীরা তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে বা অন্যপ্রকারে হত্যা করিবে; এক্ষণে তিনিই তাঁহার একমাত্র ভরসাস্থল; এই দুর্দ্দিনে তিনি টমাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন।

জর্জ্জ টমাস্ ইদানীন্তন বেগম সমরুর ঘোর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীর সৈন্যগণকে বিদ্রোহ করিতে তিনিই উত্তেজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু বেগমের প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচারের কথা তিনি জানিতেন না। টমাস্ বেগমের এই দুর্দ্দশার জন্য পরোক্ষভাবে আপনাকেই অনেকটা দায়ী মনে করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। এই বেগম সমরুর অন্নেই না কিছুদিন তাঁহার দেহ পুষ্ট হইয়াছিল? উদারহৃদয় টমাস্ বেগমের পূর্ব্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং জীবন-নাশের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—তৎক্ষণাৎ বেগমের উদ্ধারকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তিনি সসৈন্যে সার্ধানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

টমাস্ বিদ্রোহীদের বুঝাইলেন যে, তাহারা অবিলম্বে যদি

বেগমের অকর্ম্মণ্য সপত্নীপুত্রকে ত্যাগ করিয়া বেগমকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত না করে, তাহা হইলে সার্ধানার জাগীর আর রক্ষা হইবে না। তিনি আরও বুঝাইলেন,—"তোমরা যেভাবে বেগমকে কষ্ট দিতেছ, তাহাতে যদি তিনি শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী তোমাদের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত সার্ধানার জাগীর বাজেয়াপ্ত করিবেন—সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেগমের গুপ্তবিবাহের সময় দুইজন সাক্ষী ছিল; তন্মধ্যে সালুর অন্যতম। তিনি বেগমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। এক্ষণে তিনিও টমাসের ন্যায় বিদ্রোহী সেনানায়কদিগকে কর্ত্তব্যপথে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টায় বিদ্রোহীদের চৈতন্যোদয় হইল—তাহারা এখন আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। বেগম সমরুর ঘোর নির্যাতন শেষ হইল—তাঁহার দুঃখের অমানিশা কাটিয়া গেল—তিনি পুনরায় সার্ধানার মসনদে বসিলেন। আবার তাঁহার পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ আসিয়া জুটিল, আবার তাঁহার নাম ভক্তিভরে উচ্চারিত হইতে লাগিল—বিদ্রোহী সৈন্যদল তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল;—ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল—

জীবন-নাট্যের একটি বিষাদময় অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গেল—গৌরবোজ্জ্বল আর এক অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল।

বেগমের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া প্রায় ৩০ জন ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারী "ঈশ্বর ও যিশু খ্রীষ্টের" নামে শপথ করিয়া এখন হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণপণে বেগমের আদেশ মান্য করিবে এবং অন্য কাহারও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিবে না, এই মর্ম্মে এক অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর করিল। একমাত্র সালুরই নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন; আর সকলেই নিরক্ষর ছিল; কাজেই তিনি ব্যতীত আর সকলেই বকলমে নাম দস্তখত করিল। সিন্ধিয়ার পক্ষ হইতে যে কর্ম্মচারী বেগমের সেনাদল ও জাগীরের ভার লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেড় লক্ষ টাকা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

টমাসের কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ বেগম তাঁহার প্রধানা সখী মেরিয়া নামে ফরাসী যুবতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। টমাস্ যুবতীর পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইলে, বেগম উভয়কে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বহুমূল্য যৌতুক প্রদান করিলেন।

এক্ষণে সালুরই বেগমের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন।

তাঁহার অধীনে দিন দিন বেগমের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ছয়দলে পরিণত হইল—সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল।

সমরুর পুত্র জায়র-ইয়াব্ খাঁর কি হইল? তিনি বন্দীভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হ'ন; তথায় বেগমের আবাস-স্থলে নজরবন্দীভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বেগম সমরুর সিংহাসন-চ্যুতির কারণ সম্বন্ধে জর্জ্জ টমাসের বিবরণ ; অন্যান্য লেখকের উক্তি

সৈন্যগণের বিদ্রোহের কারণ ও লেভাসুল্তের মৃত্যু-বিষয়ক ব্যাপার লইয়া বহুলোক বহুরকমের কথা লিখিয়াছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা যে বিবরণটী প্রদান করিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ স্লিম্যান্ সাহেবের (Sleeman) গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত ; তিনি একজন সমসাময়িক লেখক ; এই অসাধারণ মহিলার সাক্ষাৎকারের আশায় তিনি মীরাট যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বেগমের মৃত্যুতে তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। স্লিম্যান্ বেগমের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার কথাই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

জর্জ্জ টমাস্, বেগম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কতকটা শত্রুপক্ষীয় বিবরণ। টমাস্ সৈন্যগণের বিদ্রোহের কারণ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত স্লিম্যানের

বিবরণের পার্থক্য আছে ; আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

"টমাস্ বেগমের কার্য্য ত্যাগ করিবার পর আপ্পাখান্দি রাও নামক একজন মহারাষ্ট্র শাসনকর্ত্তার অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বতন্ত্র সেনাদল গঠিত করিয়া, তেজারা ও ঝাঝার অধিকার করিলেন। অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণার্থ, বেগম সমরুর শত্রুতা-সাধন করিতে তিনি সর্ব্বদাই উন্মুখ ছিলেন ;—সুবিধা পাইলে বেগমের জাগীর লুণ্ঠন করিতেন। দিন দিন টমাসের সেনাদল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—তিনি অচিরাৎ অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন।

"জর্জ্জ টমাসের এই প্রকার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বেগম চিন্তিতা হইলেন। টমাস্ যে অবস্থায়, যে কারণে তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই ; সুতরাং টমাসের ন্যায় প্রবল শত্রুর বলবৃদ্ধিতে তাঁহার চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই প্রকার শত্রুর ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে না পারিলে তিনি নিরাপদ নহেন, এ কথা বেশ বুঝিতে পারিয়া তিনি টমাসের ধ্বংস-সাধনে তৎপর হইলেন ; এমন কি টমাস্‌কে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য, বেগম মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উৎকোচ-প্রদানেও কুণ্ঠিতা হ'ন নাই।

মহারাষ্ট্রবীর মাধোজী সিন্ধিয়া [পৃষ্ঠা ৪৮

অবশেষে বেগম রাজধানী সার্ধানা ত্যাগ করিয়া ঝাঝারের ১৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বেগমের এই শত্রুতাচরণের জন্য টমাস্ স্পষ্টই বেগমের কর্ম্মচারীদের—বিশেষতঃ তাঁহার প্রধান শত্রু লিভাসোর (লেভাসুল্তের), উপর দোষারোপ করিয়াছেন ; এই লিভাসো এক্ষণে বেগমের সেনাপতি, এবং বেগমকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু বেগমের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহার সেনানীগণের মধ্যে বাদ-বিসংবাদের ফলে, তাঁহার শুধু সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটে নাই ; অধিকন্তু তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়া কারাবাস করিতে হইয়াছিল।

"বেগমের সেনাদলে লিগোইস্ নামে একজন জর্ম্মান্ কর্ম্মচারী ছিল ; এই ব্যক্তির সহিত টমাসের সৌহৃদ্য ছিল। বেগমের বর্ত্তমান সেনাপতি লিভাসো, লিগোইস্‌কে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। টমাস্‌কে আক্রমণ-কালে লিগোইস্ এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বেগমকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ; ফলে লিভাসো তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, সেই পদ অন্য একজনকে প্রদান করেন।

"এই আচরণে বেগমের সৈন্যবর্গ বিরক্ত হইল। যাঁহার অধীনে বহুদিন তাহারা কার্য্য করিয়াছে—যাঁহার নেতৃত্বা-

ধীনে থাকিয়া তাহারা বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছে—তাঁহাকে পদচ্যুত করা! লিগোইসের অপমানে সৈন্যবর্গ অপমান বোধ করিল—তাহারা বেগমের নিকট অভিযোগ করিল; কিন্তু কোন ফলোদয় না হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সমরুর পুত্র জাফর-ইয়াব্ তখন দিল্লীতে; বিদ্রোহীরা তাহাকেই সিংহাসনে বসাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, একদল সৈন্য দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া জাফর-ইয়াব্‌কে প্রভু স্বীকার করিল।

"এই বিদ্রোহের সংবাদে বেগম সমরু ও লিভাসো কয়েকজন অনুচরের সহিত পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। স্থির হইল, তাঁহারা গঙ্গাতীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পরে উজীর আসফ্-উদ্দৌলার রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিবেন; কিন্তু রাজধানী হইতে চারি মাইল দূরে কিরওয়া নামক গ্রামে তাঁহারা বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত হইলেন। তাহার পর কেমন করিয়া লিভাসোর মৃত্যু হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"বেগম বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সার্ধানায় বন্দীভাবে নীত হ'ন। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইবার পর, এই বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের আশায়, তিনি সাহায্যের

জন্য টমাস্‌কে বিনীতভাবে পত্র লিখিলেন ; তিনি আরও জানাইলেন যে, মহারাষ্ট্রেরা যদি এই অসময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে তিনি এই উপকারের জন্য যত অর্থের প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

“এই পত্র পাইবার পর টমাস্, বেগমের পূর্ব্বশত্রুতা ভুলিয়া, বাপু সিন্ধিয়াকে সার্ধানা অভিমুখে সৈন্যচালনা করিতে অনুরোধ করিলেন ; স্থির হইল, ইহার জন্য টমাস্ তাঁহাকে ১২০,০০০ টাকা দিবেন। টমাস্ ভুক্তভোগী লোক ছিলেন ; তিনি স্থির করিলেন, জাফর-ইয়াবের সৈন্যদলের কিয়দংশকে বেগমের পক্ষ সমর্থন করাইতে না পারিলে, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে ;—সঙ্গে সঙ্গে বেগমও অধিকতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে টমাস্, তাঁহার সমগ্র সৈন্যসহ সার্ধানার আটক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে কাথুলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, বেগমকে যদি পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করান না হয়, তাহা হইলে বিদ্রোহীরা তাহাদের এই দুষ্কার্য্যের ঘোর পরিণাম বুঝিতে পারিবে ; টমাস্ তাঁহার এই প্রস্তাবের গুরুত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য আরও জানাইলেন যে, তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিতেছেন।

"এই সংবাদে যে কোন ফল হয় নাই, তাহা নহে। দুর্গস্থ সৈন্যদলের কতকাংশ বেগমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জাফর-ইয়াব্‌কে বন্দী করিল।

"এই সৈন্যগণের স্বভাব-চরিত্র টমাসের অপরিজ্ঞাত ছিল না; তিনি জানিতেন, কথায় কথায় তাহাদের মত পরিবর্তিত হইতে পারে;—বিদ্রোহ তাহাদের এক প্রকার নিত্য-কার্য্য; কাজেই তিনি তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, অবিলম্বে সার্ধানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন —সঙ্গে লইলেন ৫০ জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য; অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্যকে সত্বরতার সহিত তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন।

"টমাস্ সার্ধানায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, অনতিপূর্ব্বেই অপর একদল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া জাফর-ইয়াব্‌কে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়াছে। টমাসের উপস্থিতে জাফর-ইয়াব্ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি টমাস্‌কে স্বীয় আয়ত্তাধীন ভাবিয়া, এবং তাঁহার পশ্চাতে কোন প্রবল শক্তি নাই, এইরূপ অনুমান করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইলেন। এই সময়ে টমাসের পদাতিক সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; বিদ্রোহীরা স্থির করিল, নিশ্চয়ই সমগ্র মহারাষ্ট্র সৈন্য

তাহাদের শাস্তি-বিধানের জন্য উপস্থিত; কাজেই তাহারা পূর্ব্ব-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, একবাক্যে বেগমের অধীনতা স্বীকার করিল;—বেগম সমরু সিংহাসন লাভ করিলেন। বেগমকে সাহায্যের জন্য বাপু সিন্ধিয়াকে যে টাকা দিবার কথা ছিল, তাহার কিয়দংশ মিটাইয়া দেওয়া হইল।"

মুন্ডি (Mundy), বেকন্ (Bacon) প্রভৃতির মতে বেগমের আত্মহত্যা একটা অভিনয় মাত্র। সৈন্যবর্গের উপর স্বামীর অন্যায়-আচরণে বিদ্রোহের সূচনা অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া, তিনি স্বামীর হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এরূপ করিলে পূর্ব্ব-সঙ্কল্পমত লেভাসুল্‌ত্ কখনই বাঁচিয়া থাকিবেন না।

উপরে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে কোনরূপেই আস্থা স্থাপন করা যায় না; কারণ তাহা হইলে বেগমের প্রধান শত্রু টমাস্ নিশ্চয়ই এ কাহিনীর বিষয় লিখিতেন। কম্পটন্ (Compton) বেগমের অনিচ্ছায় ছুরিকাঘাতের কথা লিখিলেও, এই ষড়্‌যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন নাই। যাঁহারা বলিতে চাহেন, বেগম স্বীয় সৈন্যদলের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া লেভাসুল্‌তের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, লেভাসুল্‌ত্‌কে ইহধাম হইতে অপসৃত

করিবার জন্ত এত আয়োজনের, এমন করিয়া পলায়নের কোনই প্রয়োজন ছিল না; সামান্য ইঙ্গিতমাত্রই তাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইত। আরও এক কথা, তিনি যদি লেভাসুল্তের ধ্বংস-সাধনের জন্য সৈন্যগণের সহিত গোপনে ষড়্যন্ত্রই করিবেন, তাহা হইলে স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের সৈন্তগণ কর্ত্তৃক এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইবেন কেন? এই সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, এই ষড়্যন্ত্রের কথা সম্পূর্ণ অমূলক।

অষ্টম অধ্যায়

এসাই-এর যুদ্ধে বেগম সমরু ; ইংরেজের
সহিত সন্ধি ; ভরতপুরের যুদ্ধ

প্রণয়-দেবতার চরণে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণ করিয়া —লেভাস্যুল্‌ত্‌কে গোপনে বিবাহ করিয়া, বেগম সমরু মনের যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল তিনি ভোগ করিয়াছিলেন—জীবনের একটী ভুলের জন্য তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যে সেই ভ্রম-সংশোধনের মহতী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত প্রথম স্বামী সমরুর নামানুযায়ী আপনাকে অভিহিত করা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। লেভাস্যুল্‌তের মৃত্যুর পর কখনও তিনি প্রকাশ্যে দ্বিতীয় বিবাহের কথা উল্লেখ করেন নাই। বেগমের সহিত লেভাস্যুল্‌তের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিত না বলিয়াই তাঁহার সৈন্যবর্গ উভয়ের অবাধ-মিলনকে প্রণয় স্থির করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ;—ক্রুদ্ধ হইয়াছিল পাছে তাহাদের পূর্ব্ব অধিনায়ক সমরুর গৌরব অক্ষুণ্ণ

না থাকে—সমরুর নাম যদি লোপ পায়। যদি সমরুর পুণ্যনামের পরিবর্ত্তে লেভাস্থুল্‌তের নাম স্থান অধিকার করিয়া বসে—যদি মহিম-বিজড়িত গৌরবশ্রীমণ্ডিত সমরুর বিধবা লেভাস্থুল্‌তের কামানলে ইন্ধন যোগাইয়া দেয়, তাহা হইলে কি ভীষণ পরিণাম হইবে,—তাহাই ভাবিয়া সৈন্যগণ অব্যবস্থিতচিত্ত লেভাস্থুল্‌তের বিরোধী হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী বেগম সমরু সৈন্যগণের নিকট প্রকৃত কথা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন; কারণ তিনি জানিতেন, এ কথা শুনিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিবে, —রাজ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবে—নিরীহ প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করা দুর্ঘট হইবে। ইহার ফলে যাহা হয়, তাহাই হইল; চারিদিকে তাঁহার কুৎসা রটিল; তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপিত হইল, তাঁহাকে লেভাস্থুল্‌তের 'উপপত্নী' বলিয়া লোকে মনে করিল। চরিত্রের উপর এই কলঙ্কারোপও তিনি নীরবে সহ্য করিলেন; তাঁহার গুপ্ত বিবাহের কথা প্রচারিত করিয়া এই ঘোর অপবাদ মোচনের চেষ্টা করিলেন না। তাহার পর লেভাস্থুল্‌তের জন্য তাঁহাকে যে ভীষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

লেভাস্থুল্‌তের সহিত বেগমের বিবাহের কথা মেজর

পামার, সার জন্ শোর, বার্নিয়ার, সালুর, এবং লেভাস্যুল্‌ত্‌ যে দু'একজন পরিচিতের সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই জানিতেন। বহুদিন বেগমের কর্ম্মে জীবনপাত করিয়াছিলেন, এরূপ কয়েকজন অতিবৃদ্ধ দেশীয়-লোকের নিকট স্লিম্যান্ অবগত হ'ন :—"There really was too much of truth in the story which excited the troops to mutiny on that occasion, her too great intimacy with the gallant young Frenchman. God forgive them for saying so of a lady whose salt they had eaten for so many years." অর্থাৎ,—"প্রকৃতপক্ষেই, এই ফরাসী যুবকের সহিত বেগমের অতিরিক্ত মেশামেশিই সৈন্যদের বিদ্রোহের প্রধান কারণ। যাঁহার নিমক আমরা এতকাল খাইয়া আসিতেছি, তাঁহার বিষয়ে সত্যের খাতিরে, এরূপ কথা উচ্চারণ করার জন্য ভগবান্ আমাদের ক্ষমা করুন।" লেভাস্যুল্‌ত্‌ কর্ণেল ম্যাক্‌গাউনের নিকট তাঁহার বিবাহের কথা প্রকাশ করেন নাই। আর তিনি যেভাবে সার জন্ শোরের নিকট এই বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, লেভাস্যুল্‌ত্‌ বা বেগম—অথবা উভয়েই—সৈন্যগণ বা সিন্ধিয়ার নিকট এই বিবাহের

কথা পলায়নের পূর্ব্বে গোপন করিতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, প্রণয়ের মোহে মুগ্ধ হইয়া, লেভাস্যুল্তের অঙ্কশায়িনী হইয়া, বেগম যে সাময়িক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইবার জন্যই হউক, অথবা সমরুর পুণ্যস্মৃতিকে উজ্জ্বল করিবার জন্যই হউক, তিনি উত্তরকালে উইলে লিখিয়া যান যে, তাঁহার উত্তরাধিকারী মিঃ ডাইস্‌কে "সোম্বার" নাম গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহাতে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সুশৃঙ্খলায় ও শান্তিতে প্রজাশাসন ও রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তাহাই এখন বেগম সমরুর প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল, এবং সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্মেণ্ট মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। বেগম সমরুর ছয়দল সৈন্যের মধ্যে পাঁচ দল সালুরের অধীনে সিন্ধিয়াকে সাহায্যার্থ দাক্ষিণাত্য অভিমুখে গমন করে। এই যুদ্ধ ইতিহাসে এসাই-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। আর্থার ওয়েলেস্‌লি (পরে ডিউক্ অফ্‌ ওয়েলিংটন্) এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তিকে বিধ্বস্ত করেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সিন্ধিয়ার সৈন্যগণের মধ্যে একমাত্র বেগমের সৈন্যবর্গের চারি দল অক্ষত-

শরীরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা বেগম সমরুর সৈন্যগণের, তথা বেগমের কার্য্যকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেক্ আর্য্যাবর্ত্তে এবং ওয়েলেস্‌লি দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তি নির্ম্মূল করিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই ভারতবর্ষ ইংরেজাধীন হয়—ভারতের পক্ষে ইহা একটী স্মরণীয় দিন!

এই যুদ্ধের অনতিকাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ জেমস্ স্কিনারের কনিষ্ঠভ্রাতা রবার্ট স্কিনার বেগমের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। এক্ষণে বেগম সমরু ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত হইয়া স্কিনারকে লর্ড লেকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মহিলা বেশ বুঝিতে পারিলেন, ভারতে আর কোন শক্তিই কার্য্যকরী হইবে না; প্রবল ইংরেজরাজই ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবেন; মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থানের আর আশা নাই। এ অবস্থায় ইংরেজরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাদের বন্ধুত্বলাভপূর্ব্বক নিজের রাজ্য ও ক্ষমতা সুদৃঢ় করাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন; তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্কিনারকে পাঠাইলেন।

লেক্ এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলে বেগম সম্মান-প্রদর্শনার্থ শিবিকারোহণে ভরতপুরের ১৩ মাইল

পশ্চিমে পাহেসার নামক স্থানে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর)। বেগমের আগমন-সংবাদে সেনাপতি শিবিরের বাহিরে আসিলেন, এবং কতকটা মদিরার প্রভাবে, কতকটা আনন্দের বশে, অতিথি পুরুষ কি স্ত্রীলোক তাহা বিস্মৃত হইয়া, তিনি বেগমকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন! বেগমের অনুচরবর্গ এ দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জননীর অপমান সন্তান হইয়া কিরূপে সহ্য করিবে? প্রতিহিংসানল তাহাদের নয়নে নয়নে ঝলকিতে লাগিল—কোষবদ্ধ অসির ঝনাঝনা উঠিল। সেনাপতি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বেগম দেখিলেন, সাহেবের এই ব্যবহারে তাঁহার অনুচরগণ যে প্রকার উত্তেজিত, তাহাতে এখনই একটা অনর্থ ঘটিতে পারে। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া, উপস্থিত-বুদ্ধিপ্রভাবে, এই ব্যাপারটীর একটী অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন; তিনি সহাস্যবদনে স্বীয় অনুচরবর্গকে বলিলেন,—"বন্ধুবর্গ, দেখ! কিরূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ভ্রান্তকন্যাকে গ্রহণ করে।" অতি সুচতুর পুরুষের মস্তকেও এমন সময়, এমন ব্যবহারে, এমন সুন্দর কথা আসিতে পারে না। বেগমের উপস্থিত-বুদ্ধির প্রভাবে এ অপমানও আশীর্ব্বাদের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল; অনুচরবর্গ ক্রোধ ত্যাগ করিল; সাহেবেরও মান রক্ষা হইল।

* বেগম সমরুর ইংরেজের অধীনতাস্বীকার প্রস্তাব সম্বন্ধে ওয়েলেস্‌লি ও লেকের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার একখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

The Marquess Wellesley to Lieut.-General Lake. (Official & Secret)

*　　*　　*　　*

Fort William, July 28, 1803.

Your Excellency will be apprized by the 26th paragraph of my instructions to Mr. Mercer, of the arrangement which I propose to conclude with respect to the Jaggeer of Zeeboo Nissa Begum, commonly called Sumroo's Begum. The disposition of the Begum to place herself under the protection of the British Government is distinctly declared in two letters which I have lately received from her.

I have stated in my instructions to Mr. Mercer that the local situation of the Begum's Jaggeer renders it desirable that in any

engagement concluded with her on the part of the British Government, such conditions should be inserted as may facilitate the introduction of the British regulations into the Jaggeer, and I request that your Excellency's negociations with the Begum may be directed to the accomplishment of this object. It may not, perhaps, be expedient directly to propose to her this arrangement, until the British power shall have been established in the adjacent territories of the Dooab. But in that case, the engagements to be concluded with the Begum should be such as to form a basis for the future accomplishment of the proposed arrangement. Your Excellency, however, will be guided in the determination of this point, by the information which you may acquire of the disposition of the Begum to acquiesce in the extent of my views with relation to her Jaggeer. It is my wish to

commute her Jaggeer for a suitable stipend, the extent of which must be regulated by the profits which she actually derives from her territorial possessions, and by the importance of the services which the British Government may derive from the exertion of her aid and influence.

As an immediate proof of her disposition to connect her interests with those of the British Government, and as the condition of her being admitted to the benefits of its protection, she should be required to recall her battalions now serving in the army of Dowlut Rao Scindiah, and to employ whatever influence she may possess over the Zamindars and chieftains in the Dooab to induce them to place themselves under the authority of the British Government, and to employ their resources in assisting the operations of the British armies.

With a view, however, to expedite the proposed arrangement with the Begum, I have deemed it expedient to transmit a duplicate of my letter to her to the Resident at Lucknow, directing him to deliver it for transmission to the Begum's Vakeel stationed at that city, and if he should have reason to suppose that Vakeel to be in the confidence of the Begum, to communicate to him generally the disposition of the British Government to afford its protection to the Begum, to require him to suggest to her the immediate despatch of orders of recall to her battalions serving with Dowlut Rao Scindiah, and to propose his proceeding to the camp of your Excellency for the purpose of eventually becoming the channel of negotiation between your Excellency and the Begum. (*Wellesley Despatches*, iii, 242-4).

বেগমের সহিত ইংরেজের সন্ধি হইয়া গেল

সার্ধানার রাজপ্রাসাদ

[পৃষ্ঠা ৬৪
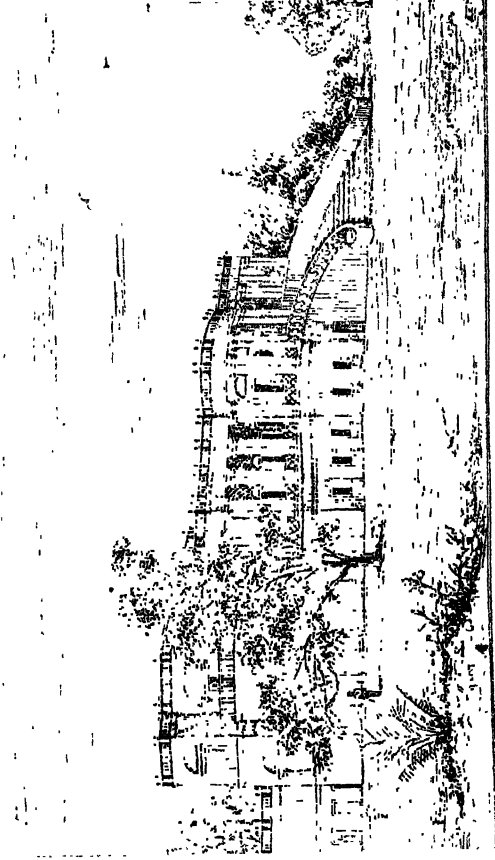
(১৮০৪ খ্রীঃ)। ইংরেজেরা স্থির করিয়া দিলেন যে, বেগম যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাঁহার মৃত্যুর পর জাগীর ইংরেজ অধিকার-ভুক্ত হইবে। বেগমও এই অনুগ্রহের বিনিময়ে, আমরণ ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন; এখন হইতে তিনি স্বীয় সৈন্যদলের একদল মাত্র রাজস্ব আদায় ও আত্মরক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখিয়া দিলেন; অবশিষ্ট সৈন্যদল ইংরেজের সাহায্যার্থ রক্ষিত হইল।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ভরতপুরের রাজার সহিত লর্ড কোম্বারমিয়ারের নেতৃত্বে ইংরেজের যে যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে বেগম ইংরেজপক্ষের সাহায্য করিয়াছিলেন। বেগমের এই সময়োচিত সাহায্য ও তাঁহার আদর্শ রাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া ইংরেজ-গভমেণ্ট এই যুদ্ধে জয়লাভের পর বেগমকে প্রকাশ্য দরবারে ধন্যবাদ করিয়া-ছিলেন। আর্চার লিখিয়াছেন—"১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজ-সৈন্য ভরতপুরের নিকট সমুপস্থিত, সেই সময়ে প্রধান সেনাপতি জানাইলেন যে, তাঁহাদের সহায়তাকারী কোন দেশীয় শক্তির নেতা স্বীয় সৈন্যসহ অবরোধকারী ইংরেজ-সেনার সহিত গমন করিতে পারিবে না।" সেনাপতির এই আদেশে বেগমের আত্মগৌরবে আঘাত

লাগিয়াছিল; তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন,—"ইহা প্রলাপ মাত্র! আমি যদি ভরত-পুরের যুদ্ধে না যাই, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুস্থান বলিবে, বৃদ্ধবয়সে বেগম সমরুর মধ্যে কাপুরুষতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে!" পরিশেষে বেগমের ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছিল।

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর, বেগম সমরু প্রায়ই লেকের দিল্লীর প্রধান সেনানিবাসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন (১৮০৬ খ্রীঃ)। লেকের বিলাত-গমনের অনতিকাল পূর্ব্বে বেগম দিল্লীতে তাঁহাকে এক বিরাট্ ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

প্রবলশক্তি ইংরেজের বন্ধুত্বলাভ ও দেশে শান্তি-সংস্থাপনের ফলে একদিকে যেমন বেগম সমরুর আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই প্রায় ৩০ বৎসর কাল তাঁহার আর সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। এই আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়-লাঘবে বেগম প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়

জনহিতকর কার্য্যে বেগম সমরু ; মৃত্যু ; শাসনকার্য্য-
সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদ-পত্রের অভিমত

এক্ষণে বেগম বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইলেন; ভাবিলেন, 'শেষের সেদিনে'র জন্য কি করিতেছেন। এই প্রভুত্ব—এত অর্থ—এই নাম জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ত অন্তর্হিত হইবে; এই সুদীর্ঘ জীবনকালে এমন কি কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। তাই তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে মনোনিবেশ করিলেন—জীবনকে নূতন করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন; বুঝিলেন, মানবের উপকার না করিলে ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানের করুণা লাভ করা যায় না—ধনশালী ব্যক্তি ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ—তাঁহার মঙ্গলকার্য্যে সেই অর্থ নিয়োজিত না হইলে অর্থের সদ্ব্যবহার করা হয় না এক্ষণে বেগমের যত্নে ও অর্থে ক্যাথলিক্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিস্তার ও পরিপুষ্টি হইতে লাগিল। একমাত্র তাঁহারই

সাহায্যে সার্ধানার তৎকালীন ধর্ম্মযাজক জুলিয়াস্ সিজারের পদোন্নতি ঘটিয়াছিল এবং তিনি Holy See হইতে *Bishop of Amathunta in partibus infidelium* এই উচ্চপদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বেগমকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে নানাস্থানে সৈন্যচালনা করিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া, তাঁহার উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। এক্ষণে বেগম সার্ধানায় একটী ভজনালয় নির্ম্মাণ করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অদ্যাপি সার্ধানায় Cathedral Church of St. Mary নামে খ্রীষ্টীয়ানগণের যে সুবৃহৎ ধর্ম্মমন্দির শোভা পাইতেছে, তাহা বেগমেরই অতুলনীয় কীর্ত্তি—ধর্ম্মপ্রাণতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। মেজর রেঘোলিনী নামক বেগমের জনৈক ইতালীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভজনালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়; কথিত আছে, ইহার জন্য বেগমের চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ভজনালয় প্রতিষ্ঠার পর বেগম নিজ ব্যবহারার্থ সার্ধানায় একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন (১৮২৯ খ্রীঃ ?)। দিল্লী ও মীরাটেও তাঁহার ব্যয়ে দুইটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; এক্ষণে Delhi & London Bank দিল্লীর প্রাসাদটীর স্থান অধিকার করিয়াছে। মীরাটে ক্যাথলিক্

সৈন্যদিগের যে সুন্দর ধর্ম্মমন্দির আছে, তাহাও বেগমের কীর্ত্তি। দেশীয় (Protestant) প্রোটেস্‌টাণ্টদিগের সুবিধার্থ, বেগম দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মীরাটের Church Missionary রেভারেণ্ড মিঃ রিচার্ডসের জন্য একটী গীর্জ্জার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভরতপুরের সন্নিকটে তাঁহার একটী সুন্দর উদ্যান ছিল। মৃত্যুর ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে, সার্ধানা হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে কিরওয়া নামক স্থানে বেগম একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; শেষ জীবনে প্রায়ই তিনি এইস্থানে অবস্থান করিতেন; ভরতপুরের দুর্গমধ্যেও তাঁহার একখানি মনোরম অট্টালিকা ছিল।

বেগম সমরুর সুদীর্ঘ জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কয়েকদিনের জ্বরে তিনি শয্যাশায়িনী হইলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী প্রাতঃকালে তিনি ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পর তাঁহারই নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

বেগম সমরুর মৃত্যু-প্রসঙ্গে *Merat Observer* নামক তৎকালীন সাপ্তাহিক-পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম; ইহা তাঁহার প্রজারঞ্জনগুণের উজ্জ্বল প্রমাণ!

MERAT OBSERVER

"In our last week's paper, it was our painful task to announce the death of Her Highness the Begam Sombre, on the 27th at her residence at Sirdhana.

*   *   *   *

"No time was lost in despatching an express to the magistrate at Merat and the agent to the Governor-General at Delhi : the former of these officers reached Sirdhana by noon, and immediately proceeded to the palace, where he was received by Mr. Dyce Sombre, Dr. Drever, and other members of the family. Necessary arrangements were immediately made for the funeral and other ceremonies; and it being announced that Col. Dyce had repaired to Sirdhana, Mr. Hamilton had an interview with that officer, who shortly after returned to Merat.

"The crowds assembled outside the

palace-walls, and on the roads, were immense and one scene of lamentation and sorrow was apparent ; the grief was deep and silent ; the clustered groups talked of nothing but the heavy loss they had sustained, and the intensity of their sorrow was pictured in their countenances, nor did they separate during the night. According to the custom of the country, the whole of the dependants observed a strict fast ; there was no preparing of meals, no retiring to rest ; all were watchful, and every house was a scene of mourning.

"At nine, the whole of the arrangements being completed, the body was carried out borne by the native Christians of the artillery battalion, under a canopy, supported by the principal officers of her late highness's troops, and the pall by Messrs. Dyce Sombre, Solaroli, Drever and Troup, preceded by the whole of her highness's bodyguards, followed

by the Bishop, chanting portions of the service, aided by the choristers of the Cathedral. After them, the magistrate, Mr. Hamilton, and then the chief officers of the household, the whole brought up by a battalion of her late highness's infantry, and a troop of horse. The procession, preceded by 4 elephants from which alms and cakes were distributed amongst the crowd, passed through a street formed of the troops at Sirdhana, to the door of the Cathedral, the entrance to which was kept by a guard of honour from the 30th N. I., under the command of Capt. Campbell. The procession passed into the body of the Cathedral in the centre of which the coffin was deposited on tressels. High mass was then performed in excellent style, and with great feeling, by the Bishop. The body was lowered into the vault. Thus terminated the career of one who, for upwards

of half a century, has held a conspicuous place in the political proceedings of India. In the Begam Sombre the British authorities had an ardent and sincere ally, ever ready, in the spirit of true chivalry, to aid and assist, to the utmost of her means, their fortunes and interests."

"As soon as the family had retired into the palace, the magistrate of Merat proceeded with the officers of his establishment, to proclaim the annexation of the territories of her late highness to the British Government; proclamation was made throughout the town and vicinity of Sirdhana, by the Government authority, and similar ones at the principal towns, in different parts of the jaghir, according to previous arrangement; so that this valuable territory became almost instantaneously incorporated with Zilla Merat, to which it remains annexed; the introduction

of her police and fiscal arrangements having been especially intrusted to Mr. Hamilton, by orders from the Govt. of India received so far back as August 1834.

"The whole of the landed possessions of her late highness revert to the British and the personal property, amounting to nearly half a crore, devolves by will upon Mr. Dyce Sombre, with the exception of small legacies and charitable bequests."

আমরা নিম্নে উপরিউক্ত বিবরণের মর্ম্মানুবাদ দিলাম :—

"২৭এ জানুয়ারী (১৮৩৬) বেগম তাঁহার সার্ধানার প্রাসাদে দেহত্যাগ করিয়াছেন ;—এ সংবাদ আমরা অতীব সন্তপ্ত-হৃদয়ে গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি।

* * * *

মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এবং দিল্লীতে গভর্ণর-জেনারেলের এজেণ্টের নিকট বেগমের মৃত্যু-সংবাদ সত্বর প্রেরিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেইদিন মধ্যাহ্নে সাধানায় আসিয়া পৌছিলেন ; তিনি প্রাসাদে গমন করিয়া ডাইস্ সোম্বার, ডাক্তার ড্রেভার ও বেগমের পরিবারভুক্ত

অন্যান্য লোকজনের সহিত মিলিত হইলেন। অবিলম্বে মৃতদেহ সমাহিত করিবার, ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

প্রাসাদ-প্রাচীরের বহির্ভাগে ও পথিমধ্যে দলে দলে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল—চারিদিকেই গভীর শোকের দৃশ্য। সমাগত জনমণ্ডলীর মুখে একই কথা,—বেগমের মৃত্যুতে আজ তাহাদের কি ভীষণ ক্ষতি হইল; তাহাদের মলিন মুখমণ্ডলে শোকের গভীরতা পরিস্ফুট। সমস্ত রাত্রি তাহারা গৃহে ফিরিল না; দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বেগমের অনুগত ব্যক্তিগণ সকলেই সেদিন উপবাসী রহিল; কোন গৃহেই রন্ধনের আয়োজন হইল না, কেহই বিশ্রাম করিল না—সকলেই বিষাদাচ্ছন্ন—প্রতি গৃহেই শোকের চিত্র যেন মূর্ত্তিমান!

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন হইলে ৯টার সময় বেগমের গোলন্দাজ-সৈন্যদলের দেশীয় খ্রীষ্টানেরা মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল; বেগমের সৈন্যদলের প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ শবাধারের উপর চন্দ্রাতপ ধারণ করিয়া চলিলেন; ডাইস্ সোম্বার, সোলারোলী, ড্রেভার ও ট্রুপ্ শবাস্তরণ (pall) ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; তাঁহাদের অগ্রে বেগমের শরীর-রক্ষীদল; পশ্চাতে

বিশপ্ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর; গীর্জ্জার গায়কেরা শোক-সঙ্গীতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, তাঁহাদের পশ্চাতে ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যামিলটন্ সাহেব, অন্যান্য কর্ম্মচারী—সর্ব্ব পশ্চাতে একদল পদাতিক ও এক দল অশ্বারোহী সৈন্য। এই শোক-যাত্রার পুরোভাগে চারিটি হস্তী—হস্তিপৃষ্ঠ হইতে টাকা, পয়সা, কেক্ প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। শোক-যাত্রা যে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহার দুই পার্শ্বে বেগমের সৈন্যবর্গ শ্রেণিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। অবশেষে মৃতদেহ গীর্জ্জার মধ্যে নীত হইল; তাহার পর ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হইলে, মৃতদেহ সমাহিত করা হইল। যে মহিলা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক-কাল ভারতের রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন—আজ তাঁহার জীবন-নাট্যের অবসান হইল। বেগম সমরু ইংরেজ-রাজপুরুষগণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন—ইংরেজের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সৌকর্য্য-বিধানের জন্য—তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সহায়তা করিবার জন্য—তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

"অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে সকলে প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরলোকগত বেগমের জমিদারী ইংরেজ-রাজসরকারভুক্ত

করিবার আদেশ ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইলেন ; নগরের সর্ব্বত্র, সার্ধানার চতুষ্পার্শ্বে, এবং বেগমের বিভিন্ন জাগীরে এ মর্ম্মে সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইল। এইরূপে বেগম সমরুর বহু আয়ের জাগীর দেখিতে দেখিতে মীরাট জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল ; ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-গভমেণ্টের আদেশানুসারে বেগমের পুলিস ও রাজস্ব বিষয়ের ব্যবস্থা ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যামিলটন্ সাহেবের উপর ন্যস্ত হইল।

"পরলোকগত বেগমের সমস্ত জাগীর ইংরেজ-গভর্মেণ্ট প্রাপ্ত হইলেন ; বেগমের প্রায় অর্দ্ধক্রোর মুদ্রার সম্পত্তি উইল অনুসারে ডাইস্ সোম্বার প্রাপ্ত হইলেন। বেগম অন্যান্য বিষয়ের জন্যও বহুদান করিয়া গিয়াছিলেন।"

অবলা রমণী হইয়া, রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় আভা বিকীরণ করিয়া—মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও ইংরেজজাতির সহিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া—দুর্দ্ধর্ষ বিজাতীয় সেনাপতিগণের চক্রান্ত সকল ভেদ করিয়া, যে মহীয়সী মহিলা ভারতবর্ষের ঘোর দুর্দ্দিনেও শান্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, তিনি সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। নারীজনসুলভ চপলতা তাঁহাতে ছিল না—ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মপটু সরলপ্রাণ—ছিল আপনার প্রতি অটল বিশ্বাস—ছিল ন্যায় ও ধর্ম্মের

প্রতি অনুরাগ—সর্ব্বোপরি ছিল প্রজার মনোরঞ্জন করিবার ইচ্ছা; এবং কিসে তাহাদের উন্নতি হয়, তাহার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা। বেগম সমরু বুঝিয়াছিলেন, প্রজার স্বার্থ ও রাজার স্বার্থ অভিন্ন, প্রজার উন্নতি—রাজ্যের উন্নতি—প্রজার সুখে রাজার সুখ। যখন তিনি বুঝিলেন ইংরেজের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ না হইলে রাজ্যের শান্তি সুদূর-পরাহত, তখন তিনি সন্ধিস্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবং আমরণ সেই সন্ধি অটুট রাখিয়াছিলেন।

এ হেন ভারতীয় রমণীর সুখদুঃখময় জীবন-নাট্যের ঘটনাবলী যে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে যে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে বরণীয় আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্যই মেজর আর্চার লিখিয়াছেন:—"She has, through a long life, maintained her station and security among a host of contending powers, and may bear the honour of a similarity of character with our Elizabeth." যে অন্তর্নিহিত শক্তি বেগমের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতেছিল, তাহা উচ্চাঙ্গের—স্থান, কাল ও শিক্ষা-গুণে তাহার প্রসার আরও বর্দ্ধিত হইতে পারিত।

দশম অধ্যায়

দানব্রত ; বিষয়-সম্পত্তি ; উত্তরাধিকারী

বেগম সমরু মৃত্যুকালে প্রভূত ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইহার অধিকাংশ, নগদ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা, তাঁহার সপত্নীপুত্রের দৌহিত্র ডাইস্ সোম্বার পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দেব-সেবা ও মানব-সেবার জন্য বেগম যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া গিয়াছিলেন। বেকন্ লিখিয়াছেন :—

"She is, as a public character, notoriously generous, when called upon to loosen her purse-strings, distributing freely to the indigent, and in no instance refusing her aid in the construction or benefit of any public institution." নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটী দানের তালিকা দিলাম :—

১। সার্ধানাস্থ গীর্জ্জার সংস্কার ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ... ১০০,০০০৲

২। ভারতে রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের শিক্ষার্থ একটী কলেজের জন্য ... ১০০,০০০৲

৩। স্থানীয় দরিদ্রদিগের সাহায্য-ভাণ্ডার সংস্থাপনের জন্য ... ... ৫০,০০০৲

৪। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার রোমান্ ক্যাথলিক্ প্রচারমণ্ডলীর জন্য . ১০০,০০০৲

৫। আগ্রার রোমান্ ক্যাথলিক্ প্রচারমণ্ডলীর জন্য ... ... ৩০,০০০৲

৬। রোমান্ ক্যাথলিক্‌দিগের জন্য বেগম মীরাটে যে গীর্জ্জা সংস্থাপন্ করেন, তাহার আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ... ... ১২,০০০৲

৭। রোমের পোপকে তাঁহার ইচ্ছামত সৎকর্ম্মে ব্যয়ের জন্য ... ১৫০,০০০৲

৮। ক্যান্‌টারবেরীর আর্চ বিশপ্‌কে সৎকর্ম্মে ব্যয়ের জন্য ... ... ৫০,০০০৲

৯। কলিকাতার দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য, এবং যে সমস্ত লোক ঋণজালে জড়িত হইয়া জেলে যাইতেছে, তাহাদিগের উদ্ধারকল্পে ... ৫০,০০০৲

১০। কলিকাতার দরিদ্র প্রোটেস্‌টাণ্ট-বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতার বিশপ্‌কে ১০০,০০০৲

ভরতপুরের যুদ্ধ—(প্রাচীন চিত্র হইতে)

[পৃষ্ঠা ৮০

এতদ্ব্যতীত বেগম সার্ধানার বিশপ্ জুলিয়াস্ সিজারকেও কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। বেকন্ লিখিয়াছেন, বেগম তাঁহার রাজ-চিকিৎসক ডাক্তার ড্রেভারকে ২০ হাজার; তাঁহার উত্তরাধিকারীর ভগ্নীদ্বয়ের স্বামী ট্রুপ্ ও সোলারোলীকে যথাক্রমে ৫০ হাজার ও ৮০ হাজার; এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীকেও বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

Atkinson বলেন—বেগম হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের হিতার্থে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ে বেগমের উদারতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তিনি Church of Englandএ যে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতায় "বেগম সমরু ভাণ্ডার" নামে পরিচিত। ইহার তত্ত্বাবধানভার কলিকাতার বিশপের উপর ন্যস্ত।

'বেগম সমরু ভাণ্ডার' সম্বন্ধে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখের *Friend of India* পত্রে P. 90-91 Christ Intelligencer হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

BEGUM SOMBRE'S FUND :—

On 31st. January last, the Lord Bishop and the Archdeacon distributed Rs2000/- from this Fund to the most necessitous poor in

Calcutta, and relieved thirty-four individuals from imprisonment for small debts. The portion of this Fund devoted to Missionary purposes, yields about Rs 400/- monthly. It is devoted at present to the maintenance of a Native Missionary, and of several Natives preparing for instructors to their countrymen at Bishop's College.

অর্থাৎ—"গত ৩১এ জানুয়ারী (১৮৩৮) লর্ড বিশপ্ ও আর্চডিকন্ এই "বেগম সমরু ভাণ্ডার" হইতে দুই হাজার টাকা কলিকাতার একান্ত অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, এবং যাহারা অল্প টাকার ঋণদায়ে জেলে যাইতেছে, এরূপ ৩৪ জন লোক ঐ টাকার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এই ভাণ্ডারের যে অংশ মিশনরীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইতে মাসিক চারি শত টাকা আয় হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যে এক্ষণে একজন দেশীয় মিশনরী এবং বহু দেশীয় লোক, যাহারা স্বদেশে প্রচার-কার্য্যের জন্য বিশপ্ কলেজে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতেছে।"

কেমন করিয়া বেগম সমরুর জাগীর ও ধনরাজি ছত্র-

ভঙ্গ হইয়াছিল,—কেমন করিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্য উত্তরাধিকারী বিপুল ধনরাশির অধিকারী হইয়া, উচ্চাকাজ্ক্ষার বশে, জীবনে এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-মহিলাকে বিবাহ করিয়া, পরিণামে আপনার এই ভুলের জন্য আমরণ বিলাপ করিয়াছিলেন,—তাহার বিবরণ বেগমের জীবন-কাহিনী অপেক্ষাও অদ্ভুত। আমরা সংক্ষেপে তাহা এস্থলে বিবৃত করিতেছি :—

সমরুর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র জাফর-ইয়াব্ (ব্যাল্থাজার রীন্হার্ড) কাপ্তেন Le Fevreএর কন্যা জুলিয়া এন্‌কে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ এলয়সিয়াস্ নামে এক পুত্র, এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জুলিয়া এন্ নামে এক কন্যার জন্ম হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই পুত্রটির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল। কন্যা জুলিয়া এনের সহিত ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কর্ণেল ডাইসের বিবাহ হয়। ডাইসের অনেকগুলি পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল ; তন্মধ্যে কয়েকটির শৈশবে মৃত্যু হয়। কর্ণেল ডাইস্-পত্নীর মৃত্যুর পর (১৩ই জুন ১৮২০) তাঁহার জীবিত এক পুত্র ও দুই কন্যাকে বেগম সমরু স্বীয় পুত্র-কন্যাজ্ঞানে আদর যত্নে লালনপালন করেন। কন্যাদ্বয় জর্জ্জিয়ানা ও এনা মেরিয়া বয়োপ্রাপ্ত হইলে, ১৮৩১

খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট যথাক্রমে সোলারোলী (Solaroli) নামে একজন ইতালীয় ও ট্রুপ্ (Troup) নামে একজন ইংরেজের সহিত পরিণীতা হয়। জর্জ্জিয়ানা ও মেরিয়া উভয়েই বিবাহকালে বেগমের নিকট হইতে বহু মূল্যবান্ যৌতুক লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণেল ডাইসের পুত্রটি (সমরুর প্রপৌত্র) ডেভিড্ অক্টারলোনী ডাইস্ সোম্বার নামে অভিহিত। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। বেগম সমরু ইঁহাকেও লালনপালন করেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

বেগমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই ডাইস্ সোম্বার বিলাত গমন করিয়াছিলেন, এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর ভাইকাউন্ট সেণ্ট ভিন্সেণ্টের কন্যা মেরী এন্ জারভিস্কে বিবাহ করেন। ভারতে অবস্থানহেতু, এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায় রমণীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল। সাধারণ আচার-ব্যবহার বশে তাঁহার স্ত্রীর অপরাপর লোকের সহিত সামাজিক-মিলন সোম্বার ভাল চক্ষে দেখিলেন না। স্ত্রীর আচরণ যে, আদর্শ-পত্নীর সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা একদিন তিনি পত্নীকে জানাইলেন। তাঁহার স্ত্রী, স্বামীর এই উদ্ভট আচরণে, তাঁহাকে মস্তিষ্কবিকৃত স্থির করিয়া উন্মাদাগারে প্রেরণ করিবার

ব্যবস্থা করিলেন। ডাইস্ সোম্বার এ কথা পূর্ব্বাহ্ণে গোপনে জানিতে পারিয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন; তথায় তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত বৃত্তির সাহায্যে জীবন-ধারণ করিতেন। প্যারিসে অবস্থানকালে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকখানির নাম—"*A refutation of the Charges of Lunacy brought against him in the Court of Chancery.*"

পুস্তকখানি ৫৮৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; যে-কোন লোকের পক্ষে ইহা পাঠ করা দুরূহ, এবং পাঠ করিলে পাঠকেরা গ্রন্থকারকে উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যতীত আর কিছুই বলিবেন না।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই প্যারিসে (?) ডাইস্ সোম্বারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, তাঁহার মৃতদেহ সার্ধানায় আনীত হইয়া বেগম সমরুর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। ডাইস্ সোম্বারের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা লর্ড ফরেষ্টারকে বিবাহ করেন।

বেগম সমরুর মৃত্যুর পর সরকার তাঁহার জাগীর বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ডাইস্ সোম্বার সরকার বাহাদুরের সহিত বহু মোকদ্দমা করিয়া শেষে প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ভূমি ফেরৎ পাইয়াছিলেন। লেডি

ফরেষ্টার যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন এই প্রাসাদ ও প্রাসাদলগ্ন ভূমি রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; তাঁহার মৃত্যু হইলে (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ?) আগ্রার ক্যাথলিক্-সম্প্রদায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ২৫,০০০৲ টাকা দিয়া প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন উত্থান নীলামে ক্রয় করেন। এক্ষণে তথায় দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

হায়! অদৃষ্টের কি ঘোর বিড়ম্বনা! একজন ভারতীয় মহিলার ধনরাজি ও বিষয়-সম্পত্তি—যাহা এক সময়ে তরবারি-সাহায্যে বহু যুদ্ধে ও নানা প্রকার কৌশলে অর্জ্জিত হইয়াছিল—তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইলেন কি না একজন ইংরেজ-রমণী—যিনি কখনও ভারতের মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন নাই! আর সার্ধানার প্রাসাদ—যথায় এক সময়ে উৎসব-আনন্দের স্রোত বহিত—সামরিক সভা বসিত —কত না মন্ত্রণা চলিত;—যেথানে কত দীনদরিদ্রের অভাব পূর্ণ হইত, কত ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত, কত অনাথ আশ্রয়লাভ করিত, তথায় এক্ষণে কাকাতুয়ার বিকট চীৎকার, আর নিকটবর্ত্তী মীরাট দুর্গের আমোদ-প্রমোদে রত সৈন্যবর্গের হাস্যধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র শুনা যায়!! সার্ধানার সুখসমৃদ্ধি বেগম সমরুর অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন

সার্ধানার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়ে অমরকবি মাইকেলের :—

"কুসুম-দাম-সজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল, এবে নিবিছে দেউটী!"

একাদশ অধ্যায়

রোমে বেগমের স্মৃতিপূজা;

সার্ধানার স্মৃতিস্তম্ভ

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাইস্ সোম্বার রোম নগরীতে ছিলেন। তিনি তথাকার সান্ কারলোর (San Carlo) ধর্ম্মমন্দিরে, বেগম সমরুর পদোচিত সমারোহ-সহকারে, তাঁহার তৃতীয় বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট্ শোকসভা করেন। এই সভায় বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তৎকালীন রোমের ইংলিশ কলেজের অধ্যাপক, রেভারেণ্ড ডাক্তার ওয়াইজ্ম্যান্ (Dr. Wiseman) এক দীর্ঘ শোকসূচক বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

Funeral Oration on Her Highness The Begum Sombre of Sardhana. Delivered on the 27th. January, 1839, By the Very Revd.

N. Wiseman, D. D., Rector of the English College, Rome.

* * *

Who is it that, this morning, hath called us together? Is it some noble of the land? One of its sacred princes whose anniversary his friends and family recall to the piety of the faithful? Or is it some distinguished stranger, who, having travelled to this Holy City, has in it found a grave? No, it is one whom no social or political ties connected with us, for whom neither the circumstances of her life, nor of her family would, in a worldly estimate, have procured the celebration here of such solemn obsequies. She was indeed a princess; but many thousands of miles separated her dominions and her interests from Rome. A wide expanse of sea, a wearisome breadth of trackless desert.

chains of huge mountains, many kingdoms and various tongues interposed between her and us, seeming to forbid all sympathy, much more all intercourse for any common cause.

But a holier connection than the ordinary bands of human friendship joined her, in spite of distance, with this Apostolic See. Her principality formed one of those very remote points on which the rays, darted from this Centre of Catholic Unity, rested to form churches intimately united with this their Mother. Having embraced the catholic religion, the Princess devoted herself to it its maintenance and glory with earnestness and zeal. In her house the venerable Fathers of the Thibetan mission found a home, and every opportunity of discharging their duties. She indeed could say with truth, "Lord, I have

loved the glory of thy house." For she erected a temple of the True God, on a scale of grandeur, unrivalled in modern times in those countries ; she lavished upon it all the magnificence, and beauty which native art, generously encouraged, could contribute to its embellishment ; she furnished it with everything necessary for the performance of divine worship upon a princely scale ; and she had the satisfaction of seeing it consecrated and opened, and of submitting to the Holy Father, the plans and drawings of her cathedral before she closed her days. His letters, and the valuable tokens of approval which accompanied them, reached her but a short time previous to her death. Nor did she allow the end of her life, which happened just two years ago, to cut short her pious intentions. A College, established at Sardhana, and en-

dowed by her, will serve to perpetuate her name, and two millions of francs, bequeathed for charitable purposes, will secure her the prayers and blessings of thousands in distress.

And now do we meet here, the extremes of earth to join our voices with theirs, and, in the spirit of religious unity, and in the words of the ancient church, entreat the mercy of God, that "whatever debt she may, through human frailty, have contracted, his compassionate indulgence will forgive." That harbour which she living, gave, to the preachers of God's truth, Rome, that sends them, now repays to her departed spirit, begging that God will give it refreshment, if not yet attained, His mansions of bliss, that submissive and filial obedience, which, when on earth, she paid to the See of Peter, this now gives back

in paternal benedictions, and fervent supplications to the Throne of Mercy.

* * *

The Princess, whom we commemorate at God's altar, was powerful in her day; she ruled her dominions with more than woman's arm: she feared not the turmoils and dangers of war, she guided with skill the ardous counsels of peace; by many she was beloved, by others feared.

সার্ধানার প্রাসাদমধ্যস্থ অভ্যর্থনা-গৃহগুলির মধ্যে বীচী, মেল্‌ভিল্‌ প্রভৃতি খ্যাতনামা চিত্রকরের অঙ্কিত বেগমের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের চিত্র ছিল; তন্মধ্যে—সার ডেভিড্‌ অক্‌টারলোনী, জেনারেল কার্টরাইট্‌, ব্যারন্‌ সোলোরোলী, কর্ণেল ট্রুপ্‌, জর্জ্জ টমাসের পুত্র জন্‌ টমাস্‌, ডাক্তার ড্রেভার ও শিশু ডাইস্‌ সোম্বারের চিত্র উল্লেখ-যোগ্য। অপর একখানি চিত্রে অঙ্কিত ছিল—লর্ড কোম্বারমিয়ার এবং বেগম সমরু ভরতপুর-পতনের পর (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ) মিলিত হইতেছেন। প্রাসাদের মধ্যস্থলের হলঘরে, বেগমের বৃদ্ধ বয়সের একখানি সুন্দর চিত্র ছিল—

বেগম সমরু মূল্যবান্ উচ্চাসনে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। এই চিত্রখানি মেল্‌ভিলের (Melville) অঙ্কিত ; আমরা ইহার প্রতিকৃতি প্রদান করিলাম। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসাদ নীলামে বিক্রীত হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে লেডি ফরেষ্টারের এজেণ্ট এই উৎকৃষ্ট চিত্রগুলি সার্ধানার প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করেন। বর্ত্তমানে ইহা এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্ট হাউসে শোভা পাইতেছে।

সার্ধানায় বেগমের ভজনালয়ের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু—জয়পুর হইতে আনীত বহুমূল্য প্রস্তরনির্ম্মিত সু-উচ্চ বেদী এবং বেগমের স্মৃতিস্তম্ভ।

ক্যারারা মর্ম্মরপ্রস্তরে রোমে নির্ম্মিত বেগমের স্মৃতি-স্তম্ভ অতি অপূর্ব্ব ; ইহা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সার্ধানায় সংস্থাপিত হয়। স্তম্ভশীর্ষে দেশীয় পরিচ্ছদ-ভূষিতা বেগম সমরু উপবিষ্ট ; তাঁহার দক্ষিণ হস্তে, সার্ধানা-জাগীর-প্রদানের চিহ্ন—দিল্লীশ্বর শাহ্ আলম্-প্রদত্ত ফর্ম্মান্। বেগমের দক্ষিণে, টুপিহস্তে ডাইস্ সোম্বার বিষণ্ণবদনে, স্তম্ভের উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান ; বেগমের বামে তাঁহার মন্ত্রী দেওয়ান রায় সিংহ ; পশ্চাতে বিশপ্ জুলিয়াস্ সিজর ও বেগমের অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি এনায়েতুল্লা। এই মূর্ত্তিগুলি পূর্ণাবয়ব।

স্মৃতিস্তম্ভের নিম্নে, স্তম্ভগাত্রে বেগমের জীবনের তিনটী প্রধান ঘটনা চিত্রিত :—

সম্মুখের ফলকে—সার্ধানার ধর্ম্মমন্দির-প্রতিষ্ঠাকালের দৃশ্য ; বেগম সার্ধানার বিশপ্‌কে একটী স্বুবর্ণপাত্র অর্পণ করিতেছেন ; বিশপ্‌ বসিয়া আছেন,—তাঁহার সহিত অপর দুইজন ধর্ম্মযাজক ; বেগম্‌ চারিজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারি-পরিবেষ্টিতা হইয়া বিশপ্‌কে সুবর্ণপাত্র দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন।

স্মৃতিস্তম্ভের দক্ষিণ দিকে—বেগমের দরবার ও বামদিকে হস্তীর উপর আরুঢ়া বেগমের শোভা-যাত্রার চিত্র।

এতদ্ব্যতীত বেগম সমরুর স্মৃতিস্তম্ভে আরও ছয়টী রূপক-মূর্ত্তি আছে :—

ডাইস্‌ সোম্বারের নিম্নমূর্ত্তি—**সাহস** এবং **সহিষ্ণুতা**। একজন নির্ভীক রমণী, অবিচলিত হৃদয়ে, সিংহের উপর দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় মূর্ত্তি **প্রজ্ঞা**—এক অবগুণ্ঠিতা রমণী, দক্ষিণ হস্তে একটী সর্প ধরিয়া, গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান।

তৃতীয় মূর্ত্তি **কাল**—এক স্বর্গীয় দূত বালুকার ঘটিকা-যন্ত্র হস্তে বেগমকে সময় দেখাইতেছে ; দক্ষিণহস্তে

মশাল নিবাইবার ছলে, জীবন-দীপ নির্ব্বাণের সূচনা করিতেছে।

স্মৃতিস্তম্ভের সাম্মদিকস্থ প্রথম মূর্ত্তি—**মাতৃস্নেহ**। একজন রমণী অসীম স্নেহে শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া দণ্ডায়মান; বালক প্রতিদানে, মাতৃস্নেহের ফলস্বরূপ, একটী আঁপেল জননীকে অর্পণ করিতেছে।

দ্বিতীয় মূর্ত্তি—**প্রাচুর্য্য**। উল্লসিত-বদনে একজন রমণী নানা ফল ও শস্যপূর্ণ Cornucopia-হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বেগমকে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিতেছে।

তৃতীয় মূর্ত্তি—**বিষাদ**। বিষাদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্তম্ভপাদমূলে উপবিষ্ট।

বেগমের স্মৃতিস্তম্ভে, একদিকে ইংরেজীতে, অপরদিকে ল্যাটিনে, নিম্নলিখিত খোদিত-লিপিটি দেখিতে পাওয়া যায়:—

"Sacred to the memory of Her Highness Joanna Zibalnessa, the Begum Sombre, styled the distinguished of nobles and beloved daughter of the State, who quitted a transitory court for an eternal world, revered and lamented by thousands of her devoted subjects,
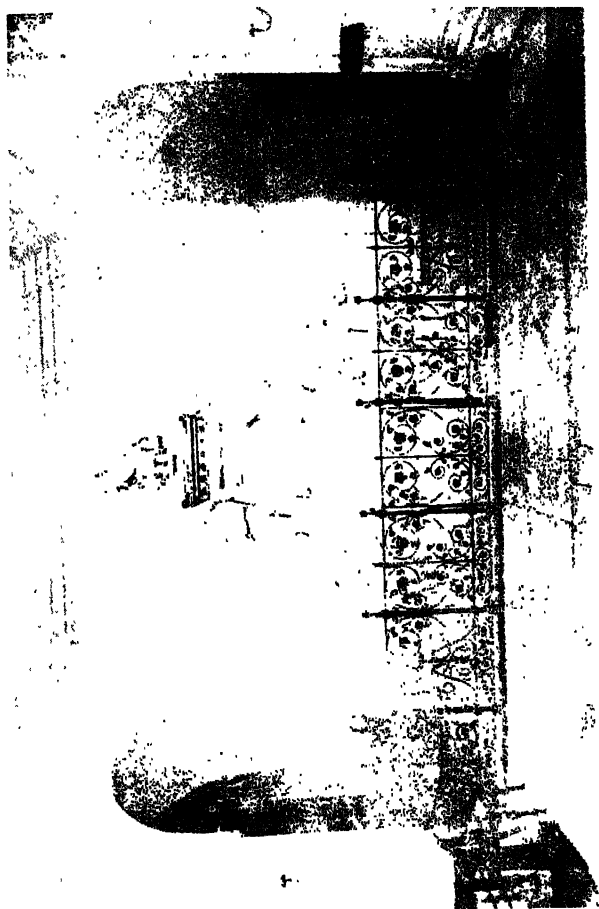
at her palace of Sirdhanah, on the 27th of January, 1836, aged ninety years. Her remains are deposited underneath, in this Cathedral built by herself. To her powerful mind, her remarkable talent, and the wisdom, justice and moderation with which she governed for a period exceeding half a century, he to whom she was more than a mother is not the person to award the praise, but in grateful respect to her beloved memory is this monument erected by him who humbly trusts she will receive a crown of glory that fadeth not away.

DAVID OCHTERLONY DYCE SOMBRE."

বেগম সমরু এই ভজন-মন্দিরে অনেকগুলি মূল্যবান্ দ্রব্য দান করিয়া গিয়াছেন ; ইহা অদ্যাপি তথায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত বহুমূল্য প্রস্তররাজি-বিন্যস্ত পানপাত্র, সার্ধানার বিশপের একটী ক্রুসযুক্ত দণ্ড (Crozier), রৌপ্যনির্ম্মিত পূত পানপাত্র, ইত্যাদি উল্লেখ-যোগ্য। বেগমের মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে রোমের পোপ

গ্রেগরী (Gregory XVI) স্নেহ ও বাৎসল্যের চিহ্ন-স্বরূপ পত্রসহ বেগমকে বহু সাধুদিগের দেহাবশেষ-রক্ষিত দুইটি পাত্র (Reliquaries) ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন ; তাহাও মন্দিরে শোভা পাইতেছে। বড় পাত্রটির উপর খোদিত আছে :—

"Gregorius XVI. Pont. Max. Johannae Sumrou Begum, Principi Sirdhunensi Piae Liberali Benemerenti, MDCCCXXXIV"

ধর্ম্মমন্দিরের কয়েক হস্ত দূরেই সেণ্ট জন্স্ কলেজ। এক সময়ে বেগম সমরু এইস্থলে অবস্থান করিতেন ; পরে যাজকদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষাগাররূপে তিনি ইহা Capuchin Fatherগণকে অর্পণ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে ইহা মাতাপিতৃহীন দেশীয় খ্রীষ্টান বালকবালিকাদিগের আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সুশাসন ; চরিত্র

বেগম সমরুর জীবনকথা শেষ হইল। তাঁহার ন্যায় মহিয়সী মহিলার জীবন নানা ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে কেমন করিয়া গঠিত হইয়াছিল, তাহা এই জীবন-কাহিনী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যিনি শৈশবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নির্যাতনে নিঃসম্বল অবস্থায় মাতার সহিত গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয়ভাবে দিল্লীতে আগমন করিয়া, দীনভাবে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে কি অভাবনীয় ব্যাপারই না সংঘটিত হইয়াছিল। অতি হীন অবস্থা হইতে ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে ; কিন্তু এত বিপদ্ এত বিঘ্ন, এত অবস্থা-বিপর্য্যয় বহুলোকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আরও একটী কথা, যে সময়ে বেগম সমরু ভারতের নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া

গিয়াছেন, সে অতি ভয়ানক বিপ্লবের সময়। তখন 'জোর যার, মুল্লুক তার' ছিল। সেই সময়ে একটী দেশীয় মহিলা বিপুল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ধনজনপূর্ণ বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তরবারি-হস্তে সৈনিকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। যে সময় ভারতভূমি ইউরোপীয় দুর্দ্ধর্ষ বীরবৃন্দের স্বার্থ-সাধনের লীলাক্ষেত্র—যে সময় একদিকে সিন্ধিয়া, অন্যদিকে ইংরেজ, অপর একদিকে একদল অর্থলোলুপ বিদেশীয় বীর স্বর্ণপ্রসূ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিপুলবিক্রমে অবতীর্ণ—যে সময়ে দেশের চারিদিকে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত—সেই সময়ে একজন মহিলা সার্ধানার ন্যায় স্থানে, বিপদ্‌রাশি অতিক্রম করিয়া নিজ প্রভুত্ব-সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—ইহা অসীম শক্তির পরিচায়ক, অনন্যসাধারণ বীর্য্যবত্তা, প্রখর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসীম শাসনক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন! এইজন্য ঐতিহাসিক Francklin লিখিয়াছেন :—"Endowed by nature with masculine intrepidity, assisted by a judgment and foresight clear and comprehensive, Begum Somroo, during the various revolutions was enabled to preserve her

country unmolested and her authority unimpaired."

বেগম সমরুর কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশস্থলেই তিনি প্রাণের অদম্য আবেগভরে কার্য্য করিয়াছেন। সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির প্রেরণায় চালিত না হইয়া যে স্থানে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেস্থলে আমরা তাঁহার সহিত একমত না হইলেও, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাঁহার উদ্দেশ্য অধিকাংশস্থলেই সাধু ছিল। তিনি যাঁহাদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় দয়াশীলা রমণী বড়ই বিরল—তিনি মূর্ত্তিমতী দয়া ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া, তাঁহার করুণাবারি অজস্রধারে বর্ষিত হইত; পরদুঃখকাতরা বেগমের প্রাণে সমবেদনার উৎস সদাই উৎসারিত হইত। তিনি অকাতরে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়া তাহাদের শুভকামনা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং এই গুণেই তিনি ভারতের ইতিহাসে বরণীয় ও স্মরণীয় হইয়া আছেন।

বুদ্ধিমতী বেগম সমরু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতেন। পুরুষোচিত সাহস ও মনের দৃঢ়তা তাঁহার ছিল।

স্লিম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, বেগমের সহিত ঘনিষ্টভাবে-সম্পর্কিত বহু দেশীয় ও ইউরোপীয় লোক তাঁহাকে বলিয়াছেন :—

"Though a woman and of small stature, her *Rooab* (dignity, or power of commanding personal respect) was greater than that of almost any person they had ever seen."

অর্থাৎ,—'একে বেগম রমণী, তাহাতে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, তথাপি লোকের নিকট হইতে শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার মত কম লোকের ছিল।'

প্রজাবর্গ বেগম সমরুকে শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিত; তাঁহার শাসনে প্রজারা ধনপ্রাণ-মানমর্য্যাদা নিরাপদ মনে করিয়া সুখে বাস করিত। তাঁহার জাগীরে কৃষিকর্ম্মের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল; কৃষকের উন্নতিতেই দেশের কল্যাণ, একথা বেগম বেশ বুঝিতেন; যে বৎসর কৃষির অবস্থা আশানুরূপ হইত না, বা কৃষকগণ অন্নকষ্ট অনুভব করিত, সে বৎসরে তাহারা অর্থসাহায্য পাইত।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মেজর আর্চার সার্ধানায় গমন করিয়াছিলেন; তিনি স্পষ্ট লিখিতেছেন :—"She has

turned her attention to the agricultural improvement of her country. * * * Her fields look greener and more flourishing, and the population of her villages appear happier and more prosperous than those of the Company's provinces. Her care is unremitting and her protection sure."

প্রজার মঙ্গলের জন্য বেগম সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন,—তাঁহার দ্বার দীন, দরিদ্র, অভাবগ্রস্তের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। এক কথায় বেগম সমরু প্রজার মা-বাপ ছিলেন। এই কারণে তাঁহার ন্যায় দীনবৎসলা রমণীর মৃত্যুতে রাজ্যের সমস্ত নরনারীর কণ্ঠ হইতে অরুন্তুদ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—শোকমৌন-রাজ্য রাজশ্রী হারাইয়া বিমলিন হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, কয়েকজন সংকীর্ণচেতা লেখক, ও ভ্রমণকারী (যথা হেবর্, ভিক্টর জেকুমণ্ট প্রভৃতি) বা যাঁহারা দু'দশদিন সার্ধানায় ভ্রমণ করিয়া, হয় ত বা বেগম-সাহেবার আতিথ্যে চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয় উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা দু'একজনের মুখের কাহিনীকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বেগমকে নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে চিত্রিত করিতে

কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহারা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন :—

১৭৯০ (?) খ্রীষ্টাব্দে মথুরায় সম্রাট্-সৈন্যশিবিরে অবস্থানকালে বেগম শুনিলেন যে, তাঁহার দুইজন ক্রীত-দাসী, তাঁহার আগ্রার আবাস-ভবনে অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক, আপনাপন প্রেমাস্পদকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আগ্রার এই আবাসে বেগমের বহু ধনরত্ন রক্ষিত ছিল এবং তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গও তথায় বাস করিতেছিল। সুখের বিষয়, অত্যল্প সময়ের মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় সকলেরই প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। দাসী-দ্বয় আগ্রার বাজারে ধৃত হইয়া বেগমের শিবিরে নীত হয়। বিশেষ অনুসন্ধানে তাহাদের দোষ সপ্রমাণ হইলে, বেগম তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করিয়া, শিবিরের নিকটে তাহাদিগকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার আদেশ দেন। আবার কাহারও কাহারও মতে, এরূপ করিয়াও বেগমের তৃপ্তি হয় নাই; তিনি না কি স্বীয় শয়নকক্ষে দাসীদ্বয়কে জীবিত অবস্থায় কবর দিয়া তদুপরি সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়াছিলেন!

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সত্যের নিকষ-পাথরে যাচাই করিবার কোনরূপ উপায় নাই; কিন্তু এ কথা সত্য, বেগম

দুষ্কৃতের শাসনার্থ সময় সময় অত্যন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। বর্ত্তমান সভ্যতা-যুগের দণ্ডনীতির সহিত তুলনা করিলে জীবিত অবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত করা ভয়ানক নৃশংসতার পরিচায়ক বলিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিতে পারেন; আমরাও এ প্রকার নিষ্ঠুর দণ্ডের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠি। কিন্তু যে সময়ে এই নৃশংস দণ্ড বিহিত হইয়াছিল, তখন ইহার অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুর দণ্ডের কথা আমরা ইতিহাসপাঠে অবগত হই। সে সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে বেগম সমরুর এই দণ্ড-বিধানের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; দেশকাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনে দণ্ড-নীতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বর্ত্তমান দণ্ডনীতির সহিত তাৎকালীন দণ্ডের বিচার করিলে কালব্যতিক্রম-দোষদুষ্ট (anachronism) হইবে; ইহা ঐতিহাসিকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে। এইজন্যই পণ্ডিতপ্রবর জর্জ্জ তাঁহার *Historical Evidence* গ্রন্থে লিখিতেছেন :—

"Interpreting the past by the ideas of the present is, however, sure to pervert our judgment as to motives and character. We have

to guard against it first on our own account; century by century knowledge accumulates, and the standard of morality changes."

আর একটী কথা, যে সময়ে বেগম সমরু রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি যদি কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধীকে ক্ষমা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সে ক্ষমার মহিমা তাঁহার অশিক্ষিত, দুর্ব্বিনীত সৈন্যগণ বুঝিতে পারিত না; তাহারা এই ক্ষমাকে দুর্ব্বলতা নামেই অভিহিত করিত; এবং তখন তাহারা তাঁহার দুর্ব্বলতায় প্রশ্রয় পাইয়া আরও দুর্ব্বিনীত হইত; তাঁহার পক্ষে রাজ্য রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইত। বেগমের জীবনেই একবার এ সত্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সাময়িক মোহে অন্ধ হইয়া তিনি লেভাসুল্‌তকে বিবাহ করিয়া কি অনর্থেরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য তাঁহাকে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হইয়াছিল,—তিনি ত পথের ভিখারিণী হইয়াছিলেন—তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজধর্ম্ম। ঘোর বিপ্লবের সময় দুষ্টের কঠোর দণ্ডবিধান করাই দণ্ডনীতির অনুমোদিত; কারণ দণ্ডের কঠোরতা দেখিয়া যেন অন্যায়কারীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কোন কোন

ইংরেজ-চারিত্রিক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে "Punishment must have a deterent effect."

বেগম সমরু তাঁহার দাসীদ্বয়কে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিয়া, ঐ প্রকৃতির লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, দুষ্কার্য্যের কঠোর দণ্ডবিধান করিতে তিনি কখনই বিমুখ নহেন; রমণী হইলেও তিনি বজ্রকঠিন হস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াই স্লিম্যানের ন্যায় দূরদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন :—

"I am satisfied that the Begam believed them guilty and that the punishment, horrible as it was, was merited. It certainly had the desired effect. My object has been to ascertain the truth, and to state it, and not to eulogise or defend the old Begam."

আর একটী ঘটনার কথা এইস্থানে পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই ঘটনা হইতে বেগমের চরিত্রের একটী অংশ পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, জর্জ্জ টমাস্ অপমানের

পশরা মস্তকে লইয়া বেগমের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গিয়া-ছিলেন। লেভাসুল্‌তের মৃত্যুর পর যখন বেগম সার্ধানায় নীত হইয়া, অপমান ও নির্যাতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন,—যখন তিনি একপ্রকার অনশন-অর্দ্ধাশনে সাত দিন কামানের তলদেশে বদ্ধ ছিলেন,—যখন প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি জীবননাশের আশঙ্কা করিতেছিলেন—তখন সেই টমাস্‌ই, পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার উদ্ধার-কল্পে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। টমাস্‌ই বিশেষ চেষ্টা করিয়া বেগমকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বিপন্ন বেগমের উদ্ধারসাধন ও তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য টমাস্‌ই অগ্রসর হইলেন কেন? কেহ হয়ত বলিবেন যে, টমাস্ বেগমকে ভালবাসিতেন; লেভাসুল্‌ত্ সেই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতেই টমাস্ অপমান বোধ করিয়া তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই পূর্ব্বপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি বেগমের এই ঘোর দুরবস্থার সময় তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে, একথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। টমাস্ যখন বেগমের উদ্ধারসাধন করিলেন, তখন ত তাঁহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী লেভাসুল্‌ত্ মৃত; তখন ত টমাস্ ইচ্ছা করিলেই বেগমের

ধন-প্রাণ-মান সমস্তই করতলগত করিতে পারিতেন—নিজেই সার্ধানার অধীশ্বর হইয়া তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মীকে লইয়া জীবন যাপন করিতে পারিতেন;—কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না।

কিন্তু টমাস্ কি করিলেন? তিনি বেগমকে স্বপদে সম্পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন; পুরস্কার দূরে থাকুক, সামান্য ধন্যবাদও তিনি গ্রহণ করিলেন না। টমাস্ যদি পূর্ব্বে কেবলমাত্র রূপজ-মোহেই বেগমের দিকে আকৃষ্ট হইতেন, তাহা হইলে বেগমের সে রূপ ত অন্তর্হিত হয় নাই, তিনি ত তখনও রূপসী ছিলেন—পরমাসুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে; ইহা রূপজ-মোহ নহে। বীর টমাস্ বেগমের রূপে প্রথমে আকৃষ্ট হইলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের অতুল গুণরাশির দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রূপের মোহ দুইদশদিনে কাটিয়া যায়, সামান্য উপেক্ষায় সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, সে মোহ দীর্ঘকালব্যাপী হয় না; কিন্তু গুণের আকর্ষণ আজীবনস্থায়ী হয়;—তাহা অন্তর্হিত হয় না—তাহা অমর হইয়া হৃদয়কে মহত্ত্বের উর্দ্ধতম শিখরে সমাসীন করে।

টমাসের ন্যায় বীরপুরুষ বেগমের গুণের কথা,—তাঁহার

হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কথা, আর তাঁহার অপরিসীম প্রতিভার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাই এই অসময়ে, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে, উপস্থিত হইয়া বেগমের সেই গুণেরই প্রতি সমাদর দেখাইয়া তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি-মতী, মহানুভবা মহিলাকে তাঁহার অপহৃত আসনে বসাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। রূপের উপাসক এমন করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না—রূপের শাস্ত্রে একথা লেখে না। ইহা গুণের চরণে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি। টমাসের এই মহত্ত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে মহিলার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি এই মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গুণাবলীরও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে হয়।

বেগম সমরু টমাসের এই অকৃত্রিম গুণানুরাগের কথা বিস্মৃত হ'ন নাই—হইতে পারেন না। যিনি বিপন্নের আশ্রয়দাত্রী ছিলেন—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যাঁহার করুণা-ধারা দেশবিদেশে বর্ষিত হইয়াছিল, তিনি কি টমাসের উপকার, টমাসের মহত্ত্বের কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন ? তাহা হইলে কি তিনি সার্ধানার অধিশ্বরী হইতে পারি-তেন,—তাহা হইলে কি অপক্ষপাত ঐতিহাসিক তাঁহার গুণগান করিত—তাহা হইলে কি সদাশয় ইংরেজ-সরকার

তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন, তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন —তাহা হইলে কি সার উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্কের ন্যায় মহানুভব শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে 'My esteemed friend'—'আমার সমাদৃত বন্ধু' বলিয়া অভিবাদন করিতেন?

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে টমাসের মৃত্যু হইলে, বেগম সমরু তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—টমাসের পুত্র জন্ টমাস্‌কে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত আঘা ওয়ানাস্ (Agha Wanus) নামে তাঁহার একজন আর্ম্মিনীয় কর্ম্মচারীর কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

পরিশেষে, বেগম সমরুর উন্নত চরিত্র, বদান্যতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তির জাজ্বল্যপ্রমাণস্বরূপ আমরা তৎ-কালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্কের এক-খানি পত্র এইস্থলে উদ্ধৃত করিব। কার্য্যত্যাগ করিয়া, বিলাত গমনকালে বেণ্টিঙ্ক বেগমকে লিখিয়াছিলেন:—

To

HER HIGHNESS

THE BEGUM SOMBRE.

My Esteemed Friend,

I cannot leave India without expressing

the sincere esteem I entertain for your Highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands, have excited in my mind sentiments of the warmest admiration ; and I trust that you may yet be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, and the sure resource of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England, and my prayers and best wishes attend you, and all others who like you, exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,
With much consideration,
Your sincere friend,
M. W. BENTINCK.

Calcutta,
March 17th 1835.

সেণ্ট মেরী গীর্জ্জা—সার্ধানা

[পৃষ্ঠা ১১২

উপরি-উদ্ধৃত পত্রখানি সরকারী আদব-কায়দা-দোরস্ত বাঁধি-গতের সমষ্টি নহে, অথবা উহা বহু উপাসনায় প্রাপ্ত প্রশংসাপত্রও নহে; উহাতে কায়দা-কানুনের চিহ্ন-মাত্রও নাই; উহা বন্ধুর নিকট লিখিত বন্ধুর পত্র—উহা গুণমুগ্ধ বান্ধবের হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগের নিদর্শন—উহা প্রকৃত প্রশংসাভাজনের গুণকীর্ত্তন! আর যে গুণকীর্ত্তনও যে-সে ব্যক্তি করিতেছেন না;—তিনি ভারতের শাসনকর্ত্তা—তিনি সদাশয়, ভারতহিতৈষী প্রকৃত গুণজ্ঞ গভর্ণর-জেনারেল্ লর্ড উইলিয়াম্ বেন্টিঙ্ক!

এখনও সার্ধানা আছে,—এখনও বেগমের সেই প্রাসাদ আছে—এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভবন তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে—এখনও কত স্থানে তাঁহার কীর্ত্তি রহিয়াছে;—কিন্তু যিনি একদিন এই সার্ধানায় অমিত-তেজে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন,—যাঁহার আশ্রয়ে কত দীন-দুঃখী প্রতিপালিত হইয়াছে—যাঁহার করুণায় কত ব্যথিতের বেদনা দূর হইয়াছে—সেই বেগম সমরু নাই—সে সার্ধানার বিস্তীর্ণ জমিদারী এখন ছিন্নভিন্ন। সব গিয়াছে—আছে শুধু কীর্ত্তি। তাই আমাদের নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন:—

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি

বেগম সমরুর কীর্ত্তিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে;—তাঁহাকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অপক্ষপাত ঐতিহাসিক নিঃসঙ্কোচে বলিবেন ঃ—

"She was truly a great woman."

প্রমাণ-পঞ্জী

(ক) প্রথম শ্রেণীর সাক্ষী ঃ—

1. *Military Memoirs of George Thomas*, Compiled and arranged from Mr. Thomas's original Documents, By William Francklin, Calcutta, 1803.

ইহা হইতে বেগমের আচার-ব্যবহার, সৈন্যসংখ্যা, জাগীর প্রভৃতির একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বেগমের শত্রুপক্ষীয় বিবরণ।

2. *Rambles and Recollections of an Indian Official*, By Major-General Sir W. H. Sleeman, 2nd. Edition, Edited by V. Smith (2 Vols.), Westminister, 1893; See Vol. II.

ইহা সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। স্লিম্যান্ বেগমের শেষ

বয়সের সমসাময়িক ; তিনি বেগমের জীবনের ঘটনারাজীর প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য বহু শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

3. *Military Memoir of Lt. Col. J. Skinner, C. B.* J. Baillie Fraser (2 Vols.), London, 1851, Vol. I, Ch. X.

বেগম সমরু সম্বন্ধে ইহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ টমাস্ ও Francklin সাহেবের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

4. Bacon's *First Impressions and Studies from Nature in Hindostan*, (2 Vols.), London 1837, Vol. II.

গ্রন্থকার বেগমের শেষ বয়সের সমসাময়িক ;—বহুবার বেগমের ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন ; তিনি না কি বেগমের কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে বেগম সমরু সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার

গ্রন্থে এত মিথ্যাকথা, গুজব প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে যে, তাহা একেবারে অপাঠ্য। তবে এই গ্রন্থ হইতে বেগমের আচার-ব্যবহার বিষয়ের একটী সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়।

5. *The Despatches, Minutes of Correspondence of the Marquis Wellesley, K. G.* during his administration in India, London 1837, (5 Vols.), Edited by R. Montogomary Martin ; See Vol. III, pp. 229 and 243.

ইহা হইতে ইংরেজের সহিত বেগমের সন্ধির কথা জানা যায়।

6. *Extracts of Letters from Major Polier at Delhi, to Colonel Ironside at Belgram, May 22, 1776. Asiatic Annual Register for 1800* (London 1801)—See Miscellaneous Tracts, p. 29.

ইহা হইতে সমরুর জীবনের একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় ; বেগমের বিষয় ইহাতে কিছুই নাই।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর সাক্ষী ঃ—

1. *Tours in Upper India* (2 Vols.); By Major Archer, Late Aid-de-Camp to Lord Combermere, London 1833. See Vol. I.

আর্চার, বেগমের শেষ বয়সের সমসাময়িক। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সার্ধানা গমন করিয়াছিলেন। বেগমের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন,—"The above sketch is from one who has known her all his life, and who is dignified by the name of her "son." নানা বাজার-গুজবের অসদ্ভাব না থাকিলেও, ইহার অনেক কথাই বিশ্বাসযোগ্য।

2. Major William Thorn's *Memoir of the War in India*, London (1818), pp. 386, 509.
3. *Merat Observer*—(Weekly), 1836.
4. *Friend of India*, 1838.

5. *Memoir of the Life and Military services of Viscount Lake*; By Col. Hugh Pearse, London 1908. (p. 253).

6. "*Sardhana*" 2nd. Edn. 1902.

ইহা বেগমের সার্ধানাস্থ গীর্জ্জার Capuchin Father-গণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাখানি অনেক স্থলেই স্লিম্যান্‌কে অবলম্বন করিয়া লিখিত। ইহা একেবারে পক্ষপাতিত্বশূন্য নহে। ইহাতে বেগমের দান ও কীর্ত্তিকলাপের সুন্দর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

7. *Shah Aulum*; By William Francklin, 2nd. Edition, Allahabad, 1915.

ফ্রাঙ্কলিন্‌ বেগমের সমসাময়িক ছিলেন; তাঁহার গ্রন্থ হইতে বেগমের জীবনের কোন কোন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

8. *North Western Province Gazetteer*, E.T. Atkinson, Vol. II, Allahabad, 1875.

এই খণ্ডে বেগমের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইহা প্রধানতঃ Thomas, Archer, Mundy's *Sketches*, Bacon প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে প্রদত্ত বেগমের শেষ জীবনের বিবরণটুকু বিশ্বাসযোগ্য।

Vol. III, Allahabad, 1875; এই খণ্ডে বেগমের জাগীর, রাজস্ব প্রভৃতির সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। রাজস্ব-ব্যাপার T. C. Plowden সাহেবের *Settlement Report, 1838*, অবলম্বনে লিখিত।

9. *Oriental Biographical Dictionary*—Beale-Keene, Calcutta 1881.

বীল্ আগ্রায় কর্ম্ম করিতেন; তিনি তারিখ-সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

10. Capt. Mundy's *Journal of a Tour in India*.

11. Bishop Heber's *Journal*, 1827.

12. *Letters from India*, Victor Jacquemont, 2 Vols. 1834.

মুন্‌ডী, হেবার ও জেকুমণ্টের বিবরণ অসত্য বাজার-গুজবে পূর্ণ।

13. *Tour in Upper India, 1804-14*; By A. D.

অসত্য বাজার-গুজবে পূর্ণ হইলেও, এই লেখিকার বিবরণ হইতে বেগমের আচার-ব্যবহার, প্রভৃতির একটা চিত্র পাওয়া যায়।

14. *Hindustan under Free Lances 1770-1820*; By H.G. Keene, London 1907.

বেগমের বিষয়ক অধ্যায়টীর কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই।

15. *European Military Adventurers of Hindustan from 1784 to 1803*. Compiled by Herbert Compton, London 1892.

বিশেষ কোন নূতন তথ্য নাই।

(গ) মূল্যহীন সাক্ষী ঃ—

1. *'Begam of Sardhana'*—A. Saunder Dyers, Late Chaplain of Meerut, *Calcutta Review*, 1894, April.

ইহার অধিকাংশস্থলই *'Sardhana'* হইতে গৃহীত। কোন নূতন তথ্য না থাকিলেও, ইহাতে বেগমের

ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি কীর্ত্তিরাজীর একটী সুন্দর বর্ণনা আছে।

2. *'Romance & Reality of Indian Life.'—Calcutta Review*, 1844, p. 417.

এই অজ্ঞাতনামা লেখক এক সময়ে বেগমের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। কোন নূতন তথ্য জানা যায় না।

3. Higginbotham's *Men whom India has known*—See "*Sumroo*".

ইহাতে বেগম সমরু সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বেকনের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

4. *'A Calcutta Benefactress'—Bengal Past & Present* (Historical Socy.'s Journal) 1907, p. 1137.

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লীসমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং 'বড়বাড়ী', 'অরক্ষণীয়া' ও 'ধর্ম্মপালের' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎ-প্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও

আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্য্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সঙ্কল্পগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

২। ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

৩। পল্লী-সমাজ (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। কাঞ্চনমালা (ছাপা নাই)—মহামহোপাধ্যায়
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই
৫। বিবাহবিপ্লব—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি-এল্
৬। চিত্রালি—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এল্
৭। দূর্ব্বাদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
৮। শাশ্বত ভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় পি-আর্ এস
৯। বড়বাড়ী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
১০। অরক্ষণীয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১। ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
১২। সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
১৩। রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৪। সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
১৫। লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
১৬। আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

নূরজহান্

মূল্য ৸৹ আনা।

মোগল-সম্রাট্ জহাঙ্গীর-মহিষী, জগজ্জ্যোতিঃ নূরজহানের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী ;—পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় মনোহর। ৫ খানি সুন্দর হাফটোন্ চিত্র সুশোভিত। পাটনা খুদাবক্শ্ লাইব্রেরী হইতে গৃহীত দুইশত বৎসরের প্রাচীন নূরজহানের অপূর্ব্ব চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই।

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ বলেন :—"এই সুলিখিত বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক জীবনীখানি অতি সুন্দর ছাপা ও বাঁধা হইয়াছে। এতদিনে বাঙ্গালা ভাষায় নূরজহানের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ও সমালোচনাপূর্ণ বিবরণ বাহির হইল ; ইহা বঙ্গ ভাষাভাষী-দিগের গৌরবের বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় একজন দক্ষ লেখক ; নূরজহানের মত বিষয় পাইয়া এবং সমস্ত আদি বিবরণগুলি ব্যবহার করিয়া তাঁহার "নূরজহান্" অতি উপাদেয় ও সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর নূরজহান্ সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রমগুলি আমাদের সাহিত্য ও মাসিক হইতে তিরোধান করিবে, এবং এই গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সম্মত অন্যান্য ঐতিহাসিক জীবনী রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে ধনী করিবে।" **প্রবাসী**—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

বাঙ্গলার বেগম

দ্বিতীয় সংস্করণ

(একমাস পরে বাহির হইবে)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, তাহার উপর স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ের বাঁধাই। অনেকগুলি হাফটোন্ চিত্র সুশোভিত। মূল্য ॥০ আনা।

প্রবীণ ঐতিহাসিক **শ্রীনিখিলনাথ রায়**, বি-এল বলেন ঃ—"এরূপ সুখপাঠ্য একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থকে বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ বলা যাইতে পারে।"

(ইংরেজী অনুবাদ)

প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। মূল্য ৸০ আনা।

বিলাতের **H. Beveridge** I.C.S. ও **Vincent A. Smith** I.C.S. কর্ত্তৃক প্রশংসিত।